** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কো: প্রা: লি:
১৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা

শুক্রবার, ২ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৬ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Friday, April 16, 1971.

কে, হোড়
ক্যাস্টর অয়েল

মূল্য—২২ ' পা (22 P)

বাংলাদেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আবার আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—আজ এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। আগামীকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিনের জন্য সিমলায় ছুটী ভোগের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন বলে কমিটি পূর্ববঙ্গ ও সিংহল পরিস্থিতি আর এক দফা পর্যালোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ বৈঠকে যোগ দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং ও অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন উপস্থিত ছিলেন না।

এদিকে নয়াদিল্লি থেকে আনন্দবাজারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়ার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হন।

তাঁরা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে প্রকাশ, নব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ডঃ শঙ্করদয়াল শরমা উভয় বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন।

আর যেন গোলাগুলি না পড়েঃ পিনডিকে দিল্লির হুঁশিয়ারি

সীমান্তের হামলাবাজি বন্ধ কর। আর যেন গোলাগুলি না পড়ে। দিল্লি পিণ্ডিকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

সীমান্তের ওপারে যখন কামানের নলে আগুন, এপারেও তখন কথার আগুন ছুটেছে। ভারতের সাফ সাফ বয়ান একটা কূটনৈতিক লড়াইয়ের সূচনা বলা যেতে পারে। আমাদের গ্রামের ওপর পাক বাহিনী গোলা নিক্ষেপ করেছিল, তারই বিরুদ্ধে এই নোট, তীব্র প্রতিবাদ। ওদিকে পিণ্ডিও ভারতীয় এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া তিনজন সিপাহীকে ফেরৎ দেবার দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে।

নয়াদিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গ সীমান্তে ভারতীয় এলাকার মধ্যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে ভারত অদ্য (বৃহস্পতিবার) পাক হাই-কমিশনের কাছে কড়া প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সীমান্তের কাছে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে এবং বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছে।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রক থেকে ওই লিপিটি পাঠানো হয়। লিপিতে বলা হয়েছে : এই ধরনের আক্রমণাত্মক কাজকর্ম বন্ধের জন্য অবিলম্বে পাক সশস্ত্র বাহিনীকে যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া উচিত। পাক বাহিনী এ-রকম করে গেলে যে-কোন রকম পরিণাম বা পরিণতির জন্য পাক সরকারকে দায়ী করা হবে।

আগে প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে যে, দিনাজপুর অঞ্চলে মোতায়েন পাক বাহিনী ভারতীয় এলাকায় বিশেষ করে সামজিয়া গ্রামে হালকা মেসিন গান ও মাঝারি মেসিন গান থেকে গোলা বর্ষণ করছে। তা ছাড়া, ৭ এপ্রিল থেকে ত্রিপুরার বিপরীত দিকে বিবিবাজারে (কুমিল্লায়) পাক সেনাদলের সমাবেশ হচ্ছে এবং বিনা প্ররোচনায় পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণে ভারতীয় নাগরিকরা আহত হয়েছেন।

পি টি আই জানাচ্ছেন : পাকিস্তান বেতারে বলা হয়েছে যে, কদিন আগে অপহৃত ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর তিনজন সিপাইকে ফিরত দেবার জন্য ভারতের দাবিটি পাকিস্তান অগ্রাহ্য করেছে।

১১ এপ্রিলে ভারতের নোটে বলা হয়েছে, গত ৯ এপ্রিল ওইসব সিপাই যখন ২৪ পরগণা-যশোহর সীমান্তে কর্তব্যরত ছিলেন, ভারতীয় এলাকার মধ্য থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়। পাক বেতারে বলা হয়েছে, ভারতের দাবি ভিত্তিহীন। সিপাইদের পূর্ববঙ্গের এলাকায় আটক করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান নয় বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—ভারত সরকারের কাছে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলে আর কোন কথা নেই। এর স্থান নিয়েছে 'পূর্ববঙ্গ'।

আজ এই প্রথম বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাকিস্তানী হাই কমিশনকে দেওয়া তাঁদের সরকারী নোটে সর্বত্র 'পূর্ববঙ্গ' কথাটি ব্যবহার করেন। ভারতীয় এলাকার মধ্যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ওই নোট দেওয়া হয়েছে।

মর্মান্তিক

স্টাফ রিপোরটার

নববর্ষে এপার বাংলার আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। কিন্তু ওপার বাংলার আকাশে আগুন, বাতাসে বারুদের গন্ধ। আগুন ছড়াচ্ছে বর্বর জঙ্গীশাহী অবিরাম কামানে বিমানে। হাজার হাজার শিশু নারী বৃদ্ধ নববর্ষের বলি হয়েছেন। পালিয়ে-আসা অসহায় মানুষের কাছ থেকে কত মর্মান্তিক কাহিনী শোনা যাচ্ছে।

আগরতলার পনের মাইল দূরে ভারত সীমান্তে কমলাসাগর গ্রাম। অদূরে বাংলা দেশের কসবা গ্রাম। ওই গ্রামের ষাট বছরের এক বৃদ্ধা তাঁর শিশুপুত্রের প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন এক বস্ত্রে। ফেলে আসতে হয়েছে অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীকে। নাম শ্রীযোগেন্দ্র চক্রবর্তী। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক। জরায় পঙ্গু। তাঁকে কোনমতে সঙ্গে আনতে পারেন নি তিনি।

যেতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শ্রীমতী চক্রবর্তী। বললেন, হয়ত হানাদার নরপশুরা তাঁর বৃদ্ধ স্বামীকে ঘরের ভেতর জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। একদিকে পঙ্গু স্বামী, অন্যদিকে শিশুপুত্র, একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে আসতে হল শেষে।

সীমান্তে দাঁড়িয়ে দূর গ্রামের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে অঝোর ধারা।

বর্ষবরণ উৎসব

স্টাফ রিপোরটার

রক্তক্ষয়ী বছরকে পিছনে ফেলে রেখে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ বৃহস্পতিবার ১ বৈশাখে নববর্ষকে স্বাগত জানায়।

কলকাতা ও শহরতলিতে সকালে মন্দির পরিক্রমা ও ময়দানে মেঘমেদুর আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে তরুণ ও কিশোররা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে নতুন বছরে জাতীয় সংহতি সংরক্ষণের সংকল্প ঘোষণা করে, কামনা করে ভ্রাতৃঘাতী অন্তর্বিরোধের অবসান এবং জাতীয় সমৃদ্ধির অগ্রগতি।

অনেক অনুষ্ঠানে এই দিনটি ওই বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে 'বাংলা দেশ দিবস' হিসাবেও

৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দিনাজপুর রণাঙ্গন। শত্রুসৈন্যের মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন মুক্তিযোদ্ধা।

প্রচণ্ড আক্রমণ প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম অবিরাম

নববর্ষের প্রথম দিন, বাংলা দেশে অবিরাম সংগ্রামের দিন। দখলদার পাক ফৌজ পশ্চিম রণাঙ্গনে যেন কসম খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বড় বড় শহরগুলো তারা ছিনিয়ে আনবেই। আর পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের মতলব, যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার কবজা করা।

ময়মনসিং-এ মুক্তিবাহিনী শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করেছে বটে, কিন্তু মরণপণ লড়াই করে পাক বাহিনী আজ রাজশাহী শহরে ঢুকতে চেষ্টা করে। এখনও পারেনি। গত ছ' দিন তারা ছাউনিতে একরকম ঘেরাও হয়ে ছিল। হাওয়াই জাহাজে প্রচুর সৈন্য নামিয়ে হানাদারেরা মুক্তি ফৌজের মুখোমুখি হয়। সেই রাজশাহী শহর—গত ৮ এপ্রিল ক্যাপটেন গিয়াস ও ক্যাপটেন রসিদের নেতৃত্বে যে-শহর মুক্ত হয়।

একদিকে পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লার মধ্যে মুক্তি ফৌজ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আর রেল সেতু উড়িয়ে দিয়ে হানাদারদের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে, অন্যদিকে পদ্মার উপরে সারা সেতুটি সম্ভবত এখন দখলদারদের দখলে।

পাক বাহিনী এদিন চাঁদপুর আর ঢাকা অঞ্চলে প্রতিরোধের পকেটগুলি উৎসাদনে মত্ত। মোহনার নিকটবর্তী চাঁদপুর বন্দর এক হিসেবে পূর্বাঞ্চলের জলপথের প্রবেশদ্বার। সারা দিনটি নানা অর্থেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই পাক বিমান বহরের তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। অবশ্য আজও তারা বোমা ফেলেছে ময়মনসিং শহরে।

যশোর এবং খুলনা এলাকার উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তিতাস নদীর লড়াই

পূর্ব রণাঙ্গন থেকে
তুষার পণ্ডিত

কমলাসাগর, ১৫ এপ্রিল—তিতাস নদীর তীর বরাবর কামানের গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওই অঞ্চল মুক্তি ফৌজের দখলে। গতকাল সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই করে মুক্তি ফৌজ সফলের সঙ্গে পাক সেনার অগ্রগতি রোধ করেছে। তাদের ঠেলে নিয়ে গিয়ে রেলওয়ে ক্যানটনমেন্ট-এর কাছাকাছি এনে ফেলেছে। ওখানে মুক্তি ফৌজের শক্ত ঘাঁটি।

পাক সেনা হেলিকপ্টার ধরে অবিরাম কামান ও মরটারের গোলাগুলি ছুঁড়েও মুক্তি ফৌজকে হটাতে পারেনি। কসবা দিয়ে কুমিল্লা থেকে আরও পাক সেনা পাঠানোর জন্য জরুরী বার্তা গিয়েছে।

বাইশ বছর পরে

লনডন, ১৫ এপ্রিল—আজ ভারতীয় সময় বিকাল পাঁচটায় বাইশ বছর পর প্রথম ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তা হল।

ব্রিটিশ ব্রডকাসটিং স্টেশন রেডিও টেলিফোনে সাংহাই মারফৎ পিকিংস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেন।

১৯৪৯ সালে চীন কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবার পর টেলিফোন যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল।

—এ এফ পি

সঙ্গীত সংহার

কলকাতায় এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গেল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সম্প্রতি কুমিল্লা শহরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছোট ভাই স্বর্গত ওস্তাদ আগেত আলি খাঁর বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমণে তানসেনের রচনা সম্ভার ও প্রাচীন সঙ্গীতের নথি সহ বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়েছে।

—পি টি আই

পূর্ববঙ্গের ঘটনা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়

— মারকিন রাষ্ট্রদূত

বোমবাই, ১৫ এপ্রিল—পূর্ববঙ্গে এখন যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, মারকিন সরকার তাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করেন না। ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং আজ এখানে ওই কথা বলেন।

এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ওই ঘটনাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা ঠিক হয়নি। নিশ্চয়ই এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। শুধু সীমিত ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা চলে।

শ্রীকিটিং আরও বলেন, পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী উদাসীন থাকতে পারেন না। একে পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে তাঁরা চুপ থাকতে পারেন না।

তিনি বলেন, ওই ঘটনার জন্য মারকিন সরকার পাকিস্তান সরকারের কাছে গোপনে ও প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

শ্রীকিটিং বলেন, তাঁর সরকার পাকিস্তানকে বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গের রক্তপাত বন্ধের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করা উচিত। ওই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

জেনিভা থেকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ যে বিমানে ওষুধপত্র পাঠান, পাকিস্তান সরকার তাকে পূর্ববঙ্গে যেতে না দেওয়ায় শ্রীকিটিং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্য মারকিন সরকারও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গে ত্রাণকার্য শুরুর জন্য

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

পাক বেতারের ডিরেক্টর জেনারল অপসারিত

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—পেশোয়ার বিভাগের ভূতপূর্ব কমিশনার শ্রীইজাজ হায়দার জায়দি আজ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীনাফিজুল ইসলামকে সরিয়ে শ্রী জায়দিকে পাক রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এই পরিবর্তনের কোন কারণ দেখাননি—পাক বেতারে ঐ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করার সময় শ্রীনাফিজুল ইসলামকে নতুন কোন পদে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না, তা উল্লেখ করেনি। নতুন ডিরেকটার পেশোয়ারের কমিশনার ছিলেন। বেতারের কাজে যোগ দিয়েই তিনি নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

মালদরিয়ায় ফেলে দিয়ে চলে যাব

চট্টগ্রামে ক্যাপটেনদের হুমকি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—এখন পৃথিবীর কোন দেশই পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠাবার জন্য কোন মালপত্র নিচ্ছে না। কারণ সামুদ্রিক ভাষায় এখন চট্টগ্রামে "অচল অবস্থা"।

এর অর্থ, চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে যে সমস্ত জাহাজ নোঙর করে আছে তারা তাদের পণ্য খালাস করতে পারছে না। অবশ্য কোন কোন জাহাজের জিনিস যে খালাস হচ্ছে না তা নয়।

দিল্লিতে ওয়াকেফহাল মহলের খবর, পূর্ববঙ্গে যুদ্ধ বাধার সময় থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে ও আশেপাশে ৪৫টি জাহাজ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও ওরা মাল খালাস করতে পারে নি। এগুলির মধ্যে ১৮টি ডিঙ্গিসহ মারকিন পতাকা উড়িয়ে চারটি জাহাজ আছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের এই অবস্থার কথা ওয়াশিংটনেও স্বীকৃত হয়েছে। আজ বোমবাইয়ে এক বক্তৃতায় ভারতে মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রীকীটিংও এই কথাই বলেন।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষমাণ কয়েকটি জাহাজের ক্যাপটেনরা তাঁদের সমুদ্র-যাত্রা 'নিষ্ফল' হয়েছে বলে নাকি ঘোষণা করার ভয় দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁরা জাহাজের মাল দরিয়ায় ফেলে দিয়ে অথবা কাছাকাছি কোন বন্দরে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তী গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারেন।

একটানা এতদিন বন্দরে অচল হয়ে পড়ে থাকায় অনেক জাহাজেরই জ্বালানিতে টান পড়েছে।

লনডন, ১৫ এপ্রিল—হোয়াইট হল থেকে গতকাল সরকারীভাবে জানানো হয়, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোন অনুরোধ জানানো হয়নি। —পি টি আই

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

— প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন

আগরতলা, ১৫ এপ্রিল—'ধর্মান্ধতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে এখন বাংলাদেশে গড়ে তুলুন এক নতুন স্বনির্ভর ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্থা।' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ জনগণের উদ্দেশে ওই আবেদন জানান।

বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী আমেদ বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষকে নতুন সরকারের নীতি অনুসারে যার যার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার অনুরোধ জানিয়েছেন। বলেছেন, খাদ্য উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখুন, শিল্প-উন্নয়ন অব্যাহত রাখুন।

শ্রী আমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যান। জয় হবেই।

শ্রী আমেদ জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, জাতির শত্রুদের চিনে বার করুন—শান্তি দিন—স্থানীয় আওয়ামী লীগের অফিসে তাদের নাম জানিয়ে দিন।

তিনি আরও বলেন, জনগণ পাক-সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করবে না। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কালোবাজারীর বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোরতম ব্যবস্থা।

'প্রতি গ্রামে গড়ে তুলুন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আল্লাহ আমাদের সহায়। জয় বাংলা।' —ইউ এন আই

হালখাতা। বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাটের মন্দিরে। —নিজস্ব-চিত্র

সিংহলে উত্তর কোরিয় দূতাবাস বন্ধের নির্দেশ

কলমবো, ১৫ এপ্রিল—সিংহল সরকার ওখানকার উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসটি বন্ধ করতে দিতে বলেছেন। আজ বি বি সি এই খবর দেয়। দূতাবাসের কর্মীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিংহল ছাড়তে বলা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত শ্রীওয়াং ইয়ং উ এবং তাঁর দূতাবাসের অন্যান্য কর্মীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিংহল থেকে বিদায় নেবেন বলে আশা করা যায়। সিংহল সরকারকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তের সঙ্গে উত্তর কোরিয়া জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। তার পরেই এই নির্দেশ। গত বছর মে মাসে শ্রীমতী বন্দরনায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই উত্তর কোরিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে হাজতে পোরা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রী এস ডি বন্দরনায়েকে। ইনি পরলোকগত শ্রী এস ডবলিউ আর ডি বন্দরনায়েকের ভ্রাতুষ্পুত্র। পরলোকগত বন্দরনায়েকে কিছুকাল পিকিংপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন।

সর্বশেষে গ্রেফতার হয়েছেন শ্রীসম্মুগেথসন। ইনি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতা।

এখানে মনে করা হচ্ছে যে, উত্তর কোরিয় কূটনীতিকরা একটি বড় বিদেশী শক্তির হয়ে এই বিদ্রোহীদের মদত দিচ্ছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

রক্ত চোষা ফৌজ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল—বাংলা দেশ-এর মানুষকে নির্যাতনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আর একটি পথ ধরেছে।

এখানে বাংলা দেশ থেকে যে-সব শরণার্থী আসছে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায়, পাক ফৌজ ছাত্র ও শিক্ষকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং আহত ফৌজদের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত তাদের শরীর থেকে বার করে নেওয়া হচ্ছে।

রক্ত বের করে নেওয়ার পর অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটছে।

—ইউ এন আই

আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। দিনে তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে।

বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ২৬·২ ডিঃ সেঃ বা ৭৯·১ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ১৯·৩ ডিঃ সেঃ বা ৬৬·৭ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা শতভাগ, সর্বাল্প ৬৪ ভাগ, বৃষ্টি হয়েছে ৬৫·৩ মিলিমিটার।

বাংলা সরকারের আশা

চারটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আসন্ন

অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের 'পাক রাজনীতি'র ভাষ্যকার জানাচ্ছেন : 'বাংলাদেশ' মন্ত্রিসভা কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পেয়ে বৃহস্পতিবার বিশেষ আশান্বিত যে আগামী সাত দিনের মধ্যেই অন্তত চারটি দেশ নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-কে সম্ভবত স্বীকৃতি দেবে। এই দেশগুলি হলঃ এশিয়ার সিঙ্গাপুর ও বর্মা এবং ইউরোপে ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়া।

ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার স্বীকৃতিও মন্ত্রিসভা আশা করছেন। তবে ওঁদের মতে এমনও হতে পারে যে, রাশিয়ার আগেই ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পূর্ব-ইউরোপের অন্তত একটি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকার করে নেবে।

ইতিমধ্যে 'বাংলা দেশে'র দুজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি তাঁদের নতুন রাষ্ট্রের কথা তুলে ধরতে বিদেশ যাত্রা করেছেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শেখ মুজিবের অন্যতম পরামর্শদাতা অধ্যাপক রেহমান সোবহান যাচ্ছেন নিউইয়র্ককে এবং আইনজ্ঞ জনাব জাকেরিয়া চৌধুরী লনডনে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দকার মুস্তাক আহমদের বিদেশ যাত্রাও আসন্ন এবং প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন নিজেই রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবেন বলে কথা উঠেছে।

অনুষ্ঠান স্থগিত

বৃহস্পতিবার ইউ এন আই জানাচ্ছেন : বাংলা দেশের নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর যে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তা অনিবার্য কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মায়ের স্নেহের মতন...

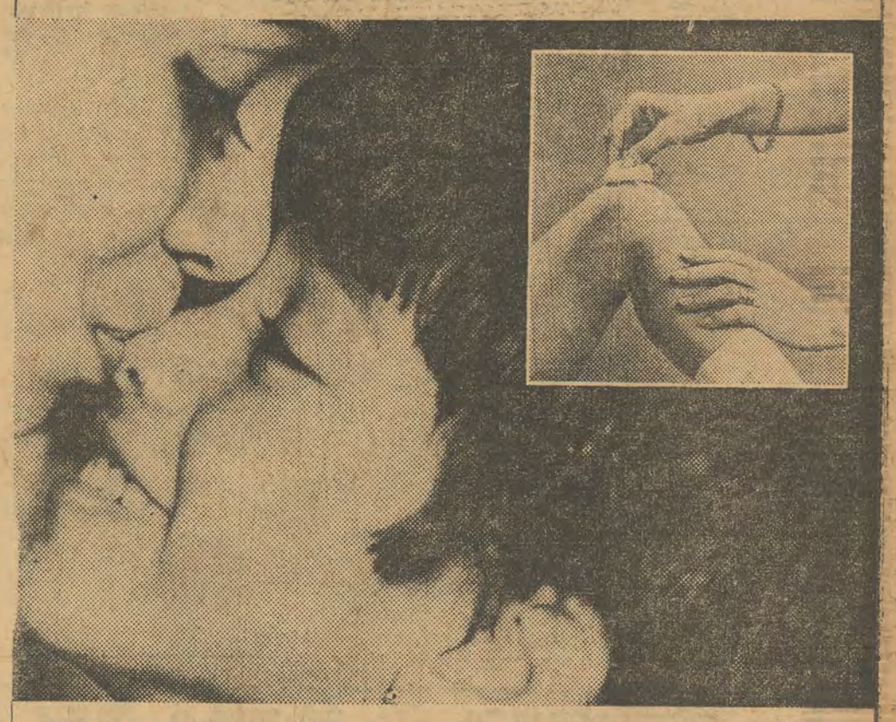

ডেটলের সোহাগ চুম্বন

ডেটল শুধু যা পরিষ্কারই করেনা - শুখিয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ত্বকে যে-কোনো কাটা-ছড়ায় ডেটলের ওপর নির্ভর করুন। আপনার ডাক্তারও বলবেন, ডেটল কাটা-ঘা জীবাণুমুক্ত রাখে, আর যোগায় সম্পূর্ণ অ্যান্টিসেপটিক নিরাপত্তা। স্নানের জলে...ডেটল দেয় সতেজ আনন্দ। দাড়ি কামানোর জলে...ডেটল যোগায় নিরাপত্তা।

ডেটলের নতুন কোনো ব্যবহার আপনার জানা আছে কি? থাকলে, আমাদের জানান। অভিমতটি মৌলিক আর বাস্তবসম্মত হ'লে আপনাকে আমরা ১০৲ টাকা পাঠাব। এই ঠিকানায় লিখুন : জি. পি. ও বক্স ৯০৯, কোলকাতা-১

ডাক্তারেরাও নির্ভর করেন

এবার নতুন রূপে ডেটল এক সম্পূর্ণ অ্যান্টিসেপটিক চিকিৎসা

লিনটাস-DTL. 2-140 BG

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল : অতিরিক্ত
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা
উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
বনগাঁ, বসিরহাট ও রাঁচি — ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সদাক ভারতে	১৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ভুটান সরকারের স্টেনোগ্রাফার/অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। দরখাস্ত ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ডিরেক্টর, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ভুটান, ৫২, টিভোলি কোর্ট, ১এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯এর নিকট পৌঁছা চাই। স্টেনোগ্রাফারের আবেদনকারিগণের উচ্চ স্পীড থাকা চাই এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের আবেদনকারিগণকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রাজুয়েট হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে মনোনয়ন করা হইলে অবিলম্বে কাজে যোগদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে ভুটানের যেকোনস্থানে নিয়োগ করা যাইবে। আনুমানিক প্রারম্ভিক বেতন হইবে স্টেনোগ্রাফারদের জন্য মাসিক ৫০০, টাকা ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য মাসিক ৪০০, টাকা। (৬১৭৮)

পাত্রী চাই

সুবর্ণবণিক এস-এফ ড্রাফটসম্যান (২৩) সাধারণ চেহারা, ফর্সা যুবক। ভবিষ্যতোজ্জ্বল ব্যবসায়ী মধ্য কলিঃ সহ দুইটি বাড়ী। ধনী, মধ্যমশিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৬২৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১০)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্স মুলার ভবনের ঘোষণা—একটি ফিল্ম শো "সয়েরব্রুচ" (ইংরেজি ভাষায়) ১৯৫৬ সালে তোলা। পরিচালনা রলফ হ্যানসেন। ভূমিকায়: এওয়াল্ড বালসার, হেইডেমারি, হ্যাগেয়ার মারিয়াউইমার। আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টা। স্থান এম এম বি, ৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯। দশ বছরের বেশী বয়সের ছেলে-মেয়েরাও এ ছবি দেখতে পারে। (৬০৫৭/২)

শোক-সংবাদ

পরলোকে প্রবীণ শিক্ষক

স্বনামখ্যাত শিক্ষক যামিনীভূষণ চক্রবর্তী গত ২০শে মার্চ ৫৯ বছর বয়সে তাঁর হরিশপুরের বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। তিনি তিনটি পুত্রসন্তান রেখে গিয়েছেন। ৩০শে মার্চ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং ১০ই এপ্রিল তাঁর অগণিত ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণ এক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। (সি ২২০৬)

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

২ বৈশাখ ১৩৭৪ মোটর দুর্ঘটনায় নিহত জনপ্রিয় তরুণ গায়ক মলয় মুখোপাধ্যায়।

সময়ের বুকে এতো যে সুরভি ছিল
বুঝিলাম তার বিদায় নেবার পরে
জলে গেল তবু রেখে দিয়ে গেলা তার
সেই সুরভির অমরতা চিরতরে!"
শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
(সি ১৯৫৫)

তীর্থযাত্রা

১৭/৪ তারাপীঠ/বক্রেশ্বর। ১/৫ নেপাল। ২৭/৫ কেদারবদরী। ট্রেডার্স-ব্যুরো, ১২, ভূপেন বসু এ্যাভিঃ ৫৫-৩২০৬। (বিও ৬৫৬)

টাইপরাইটার

কয়েকটি টাইপরাইটার সস্তাদরে বিক্রয়। ম্যাকসিম মার্ট: ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (টাইপরাইটার ক্রয়ও করি)। (সি ২০৮৭)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোনো প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশ্যাল ক্লিনিক। ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। ফোন: ৩৪-৩৮৫৮। (৪৯৭৯এ)

পরিবার পরিকল্পনা

যৌনব্যাধি ও স্ত্রীরোগে (রেজিঃ) বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা। শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক, ১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ১৪৩৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১ম বার্ষিক বি এস-সি (এগ্রি) অনার্স ক্লাস বাদে এ গ্রি কা ল চা র/আর্টস/সায়েন্স ফ্যাকাল্টিগুলির সকল ক্লাস (আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট) সোমবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১ হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে।

প্রথম বার্ষিক বি এস-সি (এগ্রি) অনার্স ক্লাস ও ঐ ক্লাসের প্রথম টার্ম সমাপিকা পরীক্ষা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

এস এন চক্রবর্তী,
রেজিস্ট্রার।
(৬২২৩)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা—৩২

নোটিস

অ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে ১ম বার্ষিক এম এস-সি ক্লাস ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে।

পি সি ভি মল্লিক
রেজিস্ট্রার
(৬২৯৯এ)

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষের জন্য ফ্যাকালটি অব আর্টস-এর এডুকেশনে দুই বৎসরের এম-এ/এম এস-সি কোর্সে ভর্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যে সমস্ত প্রার্থীর এডুকেশনে বি-টি বা সমতুল ডিগ্রি অথবা এডুকেশনে অনার্স ডিগ্রি আছে তাঁহারা দরখাস্ত করিবার যোগ্য।

২, টাকা নগদ আদায় দিয়া সপ্তাহের কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১টার মধ্যে স্বয়ং আসিয়া অথবা "দি ইউনিভার্সিটি অব কল্যাণী"-কে প্রদেয় ২, টাকার রেখিত পোস্টাল অর্ডার সহ ১০"×৪" আকারের স্বনামঠিকানালিখিত ডাক-টিকিট (৩৫ পয়সা) বন্ধ খাম পাঠাইয়া রেজিস্ট্রার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ অঃ কল্যাণী, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ-এর অফিস হইতে দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে।

নির্ধারিত ফরমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ১৪-৫-৭১।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
(৬৩০৯)

পাবলিক নোটিস

শ্রীমুনিলাল ঝরিয়া

৬, ভূকেলাস রোড
কলিকাতা-২৩-এর প্রতি

বিষয়:
আপনাকে প্রদত্ত ৬-২-১৯৭১ তারিখের চার্জসীট সম্পর্কে তদন্ত

আপনার নিকট রেজেস্ট্রি ডাকে ১৭-৩-১৯৭১ তারিখের তদন্তের নোটিস পাঠান হইয়াছিল, তাহা বিলি না হওয়ায় ডাক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাদের নিকট ফেরত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আপনাকে এই নোটিস মারফত উপরোক্ত চার্জসীট সম্পর্কে ২৬-৪-১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টায় ফ্যাক্টরী প্রেমিসেসে অনুষ্ঠের ঘরোয়া তদন্তে হাজির হইবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে। স্মরণ রাখিবেন যে, আপনি যদি হাজির হইতে অপারগ হন, তাহা হইলে একতরফা তদন্ত হইয়া যাইবে।

আয়ার সেন্টিং প্রাইভেট লিঃ পক্ষে
আর দত্ত,
ফ্যাক্টরী ম্যানেজার
১৮২।১১৫, ডায়মণ্ডহারবার রোড,
পোঃ অঃ বড়িশা
কলিকাতা-৮ (৬১২৫)

টেণ্ডার

ডাক ও তার বিভাগ

সিনিঃ ম্যানেজার, পি অ্যাণ্ড টি, মোটর সার্ভিসেস, পি-৩৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য স্পেসিফিকেশন ও ব্লু প্রিণ্ট অনুযায়ী ১৬৫" ডব্লিউ বি ডজ পেট্রোল স্যাসি এবং ১৩৩" ডব্লিউ বি ডজ পেট্রোল স্যাসির উপর নিম্নোক্ত টাইপের বডি নির্মাণের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে পোস্ট মাস্টার জেনারেল, বিহার সার্কেল, পাটনা কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রতি প্রস্থ ২, টাকা মূল্যে সমস্ত কাজের দিন অফিসের কার্যকালে তাঁহার নিকট ব্লু প্রিণ্ট এবং ঠিকার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যাইবে।

১। ১৬৫" ডব্লিউ বি ডজ স্যাসির উপর মেল ভ্যান বডি —১টি (একটি)।

২। ১৩৩" ডব্লিউ বি ডজ স্যাসির উপর মেল ভ্যান বডি —৪টি (চারটি)।

২৮-৪-১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত সিনিয়র ম্যানেজার, পি অ্যাণ্ড টি, মোটর সার্ভিসেস, পি-৩৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১২ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৭১০(২০)/৭১ (৬১৭৩)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

হাউসিং স্কীম নং ৭-এর ১নং ব্লকে একতলায় বারান্দার প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বায়না হিসাবে ১৩১, টাকা অবশ্যই ২২-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ বন্ধ ২, টাকা আদায় দিয়া পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থিত ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার এই লাইনের কাজে তাঁহাদের সংগতি এবং অভিজ্ঞতা উল্লেখিত দরখাস্তে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

কাজের নাম উপরোল্লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেণ্ডার অবশ্যই ২৩-৪-৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ভি এস সি বোনারজি
চেয়ারম্যান
(৫৭৩৮)

১-৫-৭১ তারিখ হইতে ৩০-৪-৭২ তারিখ পর্যন্ত কলিকাতায় বিভিন্ন সিভিল ডিফেন্স ডিপোর সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের রান্নাকরা খাদ্য সরবরাহের জন্য কণ্ট্রোলার অব সিভিল ডিফেন্স, কলিকাতা-কর্তৃক প্রকৃত কেটারারদের নিকট হইতে "রান্নাকরা খাদ্যের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সাধারণ কাগজে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ২৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থ অফিস কণ্ট্রোলারের নিকট অবশ্যই ২৬ এপ্রিল ৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে পৌঁছা চাই। টেণ্ডার ঐদিন বেলা ৪টায় খোলা হইবে। টেণ্ডারের সঙ্গে অবশ্যই বায়না হিসাবে ৫০০, টাকার ট্রেজারি চালান থাকা চাই। বিশদ বিবরণ উক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে।
১২৭৮(২)আইপিআর/এ/৭১ (৬০৭৭)

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
টেণ্ডার নোটিস নং আইপি আর ১।৭১-৭২

আমাদের স্পেসিফিকেশন ও ডেলিভারির তপসিল অনুযায়ী ল্যাংকাশায়ার বয়লারে স্টীম জেনারেশনের উদ্দেশ্যে ৭,৬০০ টন কয়লা সরবরাহের জন্য প্রকৃত ও সংগতিপন্ন কয়লাখনির মালিক এবং সরবরাহকারীদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কয়লার স্পেসিফিকেশন ও ঠিকার বিস্তারিত শর্তাবলী, ডেলিভারির তপসিল ইত্যাদি সম্বলিত টেণ্ডারের কাগজপত্র এই কোম্পানির অনুকূলে কাটা রেখিত পোস্টাল অর্ডারের আকারে অফেরৎযোগ্য ২০, টাকা (কুড়ি টাকা) আদায় দিয়া ১৬-৪-৭১ তারিখ হইতে এই অফিসে অফিসের কাজের সময় পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ২৬-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত অফিসের কাজের সময় এই অফিসে গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কোম্পানির রহিল।

স্বাঃ এস বি সাহা
পারচেজ অফিসার
(৬১২৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিস: বর্ধমান সার্কেল
মণি মার্ট, জি টি রোড, বর্ধমান
টেণ্ডার নোটিস

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রকৃত, সংগতিপন্ন ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা খামে কাজের নাম ও টেণ্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ উপরিলিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

ক্র: নং	কাজের স্থান	কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ
১।	ডেনডুয়াতে ডব্লিউ বি এস ই বি-এর ৩৩ কে ভি এস/এস	'এফ' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	২৬,৪২৯, টাকা
২।	কালনায় ডব্লিউ বি এস ই বি-এর ৩৩ কে ভি এস/এস	—ঐ—	২৬,৪২৯, টাকা
৩।	কালনায় ডব্লিউ বি এস ই বি-এর ৩৩ কে ভি এস/এস	'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	১৯,৭১৮, টাকা
৪।	নবদ্বীপে ডব্লিউ বি এস ই বি-এর ৩৩ কে ভি এস/এস	—ঐ—	১৯,৭১৮, টাকা
		মোট	৯২,২৯৪, টাকা

সরকারী বিভাগ বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা বিধিবদ্ধ সংস্থা অধীনে অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের সন্তোষজনক রেকর্ড ও পরিচয়পত্রাদি দেখাইয়া যে-কোন কাজের দিন অফিস চলা সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে বিশদ টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারদাতাগণকে চাহিবামাত্র আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের অনুকূলে যথাযথভাবে এনডোর্স করা রেখিত পোস্টাল অর্ডারে (অফেরতযোগ্য) ৩০, টাকা (ত্রিশ টাকা) আদায় দিতে হইবে।

কাজ শেষ করার মেয়াদ

ঠিকাদারের নিকট সাইট প্রত্যর্পণের তারিখ হইতে প্রত্যেকটি কাজের জন্য চার মাস সময় দেওয়া হইবে। নির্ধারিত সময় মধ্যে কাজটি শেষ করা ঠিকার একটি অত্যাবশ্যক শর্ত।

জামীন জমা ও বায়নার পরিমাণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের তালিকাভুক্ত নহেন এমন ঠিকাদারগণকে অনুমিত ব্যয়বরাদ্দের দুই শতাংশ বর্ধমানস্থিত ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া-তে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের অ্যাকাউণ্টে জমা দিতে হইবে এবং উহার পে-ইন-স্লিপ টেণ্ডারের সহিত থাকা চাই (অন্যথা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইবে) এবং কাজের মোট ব্যয়বরাদ্দের ১০% এর সমতুল জামীনের টাকা তৈরি করার উদ্দেশ্যে ঠিকাদারের প্রত্যেকটি বিল হইতে ৮% কাটিয়া রাখা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ অবশ্য বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিল হইতে ১০% কাটিয়া রাখা হইবে। যাবতীয় জামীন জমা কাজ শেষ করার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হইবে এবং ঠিকার শর্তানুসারে জামীন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

টেণ্ডার নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে ১২-৫-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। টেণ্ডার দাখিল করার পূর্বে টেণ্ডারদাতাগণ সাইট দেখিয়া লইবেন এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হইবেন। পর্ষতের ঠিকার সাধারণ শর্তাদি এবং বিল্ডিং ও অন্যান্য সিভিল কাজের নিমিত্ত স্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ নিয়ন্ত্রিত হইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না।

এই পর্ষৎ সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে-কোন বা সকল টেণ্ডার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত। প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হইলে কাজ ঠিকাদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

স্বাঃ আর এন গাঙ্গুলী
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
বর্ধমান সার্কেল
(৬১৮৯)

টেণ্ডার

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার,

ট্রম্বে-স্থিত ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারের পারচেজ ও স্টোর্স ডিভিসনের প্রধান ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নে বর্ণিতমত টেণ্ডারগুলি আহ্বান করিতেছেন:

(১) পিডিএন/এএমডি/সিএপি/৩২, **দাখিলের শেষ তারিখ ৪-৫-১৯৭১:** ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৮০ এম হেড-এর জন্য বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত ২০ এইচ পি সেণ্ট্রিফুগাল পাম্প, ক্যাপাসিটি প্রতি মিনিটে ৫০০ লিটার; ৩টি; ৫০ এম হেড-এর জন্য ১৫ এইচ পি: ২টি।

(২) **পিডিএন/পিপিইডি/ইএনই/৩৭, দাখিলের শেষ তারিখ ৭মে, ১৯৭১:** রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর জন্য। স্টেশন গ্রাউণ্ডিং-এর জন্য সফট ড্রন হাই কণ্ডাক্টিভিটি স্ট্র্যাণ্ডেড বেয়ার কপার কণ্ডাক্টর পরিমাণ ২৩০০ মিটার (মোট)।

(৩) **পিডিএন/এনএফসি/সিএপি/২৮, দাখিলের শেষ তারিখ ৫-৫-১৯৭১:** ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্টীম জেনারেটর (বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা উত্তপ্ত), ইভাপোরেশন ক্যাপাসিটি ৪৫ কেজি/ঘঃ ওয়ার্কিং প্রেসার—১টি।

(৪) **পিডিএন/বিএআরসি/ইএনজি/৪৯২, দাখিলের শেষ তারিখ:** ১১মে ১৯৭১:

(ক) এক্সটারন্যাল ট্রান্সফার ড্রয়ার অ্যাসেমবি সরবরাহ, আনুঃ সাইজ: ৯০০ মিঃ মিঃ × ৬০০ মিঃ মিঃ × ১৮৩০ মিঃ মিঃ—১টি।

(খ) ইণ্টারসেল ট্রান্সফার ড্রয়ার অ্যাসেমবি সরবরাহ, আনুঃ সাইজ: ৭৫০ মিঃ মিঃ × ৪৫০ মিঃ মিঃ × ১২২০ মিঃ মিঃ—১টি।

(৫) **পিডিএন/এনএফসি/সিএপি/৩৮, দাখিলের শেষ তারিখ ৬-৫-১৯৭১:** ৩০ ডিগ্রী সেঃ হইতে ২০ ডিগ্রী সেঃ-তে জল ঠাণ্ডা করার জন্য ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রেফ্রিজারেশন ইউনিট, ক্যাপাসিটি ৮০০ লিটার/ঘণ্টা—১টি।

(৬) **পিডিএন/বিএআরসি/সিএপি/১০১, দাখিলের শেষ তারিখ ৭-৫-১৯৭১:** ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৫০০০ লিটার/মিনিঃ ক্যাপাসিটি-এর রোটারি হাই ভ্যাকুয়াম পাম্প—১টি।

(৭) **পিডিএন/বিএআরসি/সিএপি/১০৩, দাখিলের শেষ তারিখ ৭-৫-১৯৭১:** ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সেণ্ট্রিফুগাল পাম্প, ক্যাপাসিটি প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ লিটার—১টি।

(৮) **পিডিএন/আরএপিপি/এসটিওয়াই/৪৬, দাখিলের শেষ তারিখ ৫-৫-৭১:** রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর জন্য। ডুপ্লিকেটিং পেপার ফুলস-ক্যাপ সাইজ—৪,৫৭৬ রীম।

(৯) **পিডিএন/বিএআরসি/ইএনজি/৫৪৭, দাখিলের শেষ তারিখ ১৭-৫-৭১:** এক্সটারন্যাল ট্রান্সফার ড্রয়ার সরবরাহ: ১টি। আনুমানিক সাইজ ৯০০ মিঃ মিঃ × ৬০০ মিঃ মিঃ × ১৮৩০ মিঃ মিঃ।

(১০) **পিডিএন/বিএআরসি/সিএপি/১০৪, দাখিলের শেষ তারিখ ১৭-৫-৭১:** রিসিভার মাউণ্টেড রেসি-প্রোকেটিং টাইপ প্রতি মিনিটে ০·৪২ ঘনমিটারের দুই স্টেজ এয়ার কমপ্রেসার, ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী—৩টি।

(১১) **পিডিএন/বিএআরসি/সিএপি/১১৩, দাখিলের শেষ তারিখ ১৪-৫-১৯৭১:** ক্রেতার স্পেসিফিকেশন ও ড্রইং অনুযায়ী, বৈদ্যুতিক শক্তি-দ্বারা চালিত রিমোট হয়েস্ট ক্যাপাসিটি ৩ টন, লঞ্জিচিউডিন্যাল ট্র্যাভেল ৩×৪·৫ মিটার, লিফট ৩ মিটার, রিমোট কনসোল ফ্লোর মাউণ্টেড—১টি।

(১২) **পিডিএন/বিএআরসি/সিএপি/১১৪, দাখিলের শেষ তারিখ ১৪-৫-১৯৭১:** বিদ্যুৎচালিত রিমোট হয়েস্ট সরবরাহ (ক্যাপাসিটি ৩ টন, লঞ্জিচিউডিন্যাল ট্র্যাভেল ৩×২ মিটার, লিফট ৩ মিটার, রিমোট কনসোল ফ্লোর মাউণ্টেড) ক্রেতার স্পেসিফিকেশন ও ড্রয়িং অনুযায়ী=২টি।

(১৩) **পিডিএন/পিপিইডি/এঞ্জি/১০১, দাখিলের শেষ তারিখ ১৮-৫-৭১:** রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য: "স্টেনলেস স্টীল স্টুড (৩০৪ কোয়ালিটি) মায় ২ হেক্সা নাট, সাইজ: ৩৮ মি মি×১৭৮ মি মি লম্বা"—আমাদের টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী =৪০০টি।

(১৪) **পিডিএন/বিএআরসি/ইএনই/৪৩৬, দাখিলের শেষ তারিখ ১৮-৫-৭১।** কাণ্ডাল এ—১ অয়ার=পরিমাণ ১৭০০ মিটার।

(১৫) **পিডিএন/এনএফসি/এঞ্জি/৫৮, দাখিলের শেষ তারিখ ১৩-৫-১৯৭১।** নিউক্লিয়ার ফুয়েল কম-পোনেন্টের জন্য: "রোলিং মিল ফাউণ্ডেশনের জন্য বিভিন্ন সাইজের শ্লা-প্লেট ফেব্রিকেশন ও সরবরাহ মায় ৬৩ মি মি পুরু এম এস প্লেট—আমাদের ড্রয়িং ও টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী=৫টি।

(১৬) **পিডিএন/বিএআরসি/ইইকিউ/২০৪, দাখিলের শেষ তারিখ ৩-৫-১৯৭১।** ৩ ফেজ ট্রান্সফর্মার ও ৩ ফেজ এয়ার-কুলড সিলিকন রেকটিফায়ার ইউনিট, ওয়েল ভেণ্টিলেটেড শীট স্টীল কিউবিকল্ এর ভিতর বসানো, মিটারিং ইনস্ট্রুমেণ্ট হথা ভোল্টমিটার, অ্যামিটার ও অন্যান্য ইণ্ডিকেশন সহ সম্পূর্ণ—প্রাসঙ্গিক বিএস/আইএস স্পেসিফিকেশনের অনুরূপ, আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।

(১৭) **পিডিএন/এমএপিপি/সিএপি/৭, দাখিলের শেষ তারিখ ১২-৫-১৯৭১।** মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য: সাজসরঞ্জামসহ সাম্প পাম্প, ডিস-চার্জ ক্যাপাসিটি প্রতি মিনিটে ১০০০ লিটার-ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী =১টি।

(১৮) **পি ডি এন/বি এ আর সি/সি এ পি/৯৬, দাখিলের শেষ তারিখ ১১-৫-১৯৭১।** ফিলম ক্লো কুলিং টাওয়ার প্যাকিং ও ফ্যান, যে পরিমাণ জল শীতল করিতে হইবে ৪৫৫ এল পি এম—ক্রেতার স্পেসিফিকেশন ও ড্রয়িং অনুযায়ী।

(১৯) **পি ডি এন/ডি ই সি/সি এ পি/১৪, দাখিলের শেষ তারিখ ২৮-৫-১৯৭১।** অপটিক্যাল কো-অর্ডিনেট জিগ্ বোরিং মেশিন, সর্বোচ্চ বোর্ ব্যাস ১৭৫ মি মি ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী=১টি।

(২০) **বি এ আর সি/পি/কেম্/৬৫৯৬, দাখিলের শেষ তারিখ ৬-৫-৭১।** কোটাস্থ রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য: বয়লার ওয়াটারের আভ্যন্তরিক ট্রীটমেণ্টের উপযোগী অ্যাকুয়াস সলিউশন অফ হাইড্রজাইন হাইড্রেট, ৫৬% ডবলিউ/ডবলিউ এন-২ এইচ-৪ এইচ-২ ও সমন্বিত, কারবয়তে প্যাক করা=৭০০ কে জি।

(২১) **পি ডি এন পি পি ই জি/এঞ্জি/৮৮, দাখিলের শেষ তারিখ ১৩-৫-১৯৭১।** মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য: "আমাদের টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী হাই স্ট্রেংথ ক্রিকশন গ্রিপ স্টীল সার্কুলার ওয়াশার ২২ মিঃ মিঃ (৭/৮")"—১২,০০০টি।

(২২) **পি ডি এন/ডি ই সি/টুল/২৬, দাখিলের শেষ তারিখ ১৫-৫-১৯৭১।** সম্পূর্ণ অ্যাসেমলড্ অবস্থায় গেট ভালভ্ ব্র্যাকেট নিউ-ম্যাটিক সিলিণ্ডার ইনস্টলেশন ও নিউ-ম্যাটিক সিলিণ্ডারসহ ১১৪ মিঃ মিঃ গেট ভালভ্ ফেব্রিকেশন ও সরবরাহ—৪০টি।

(২৩) **পি ডি এন/বি এ আর সি/এম টি এল/৩৫৩—দাখিলের শেষ তারিখ ৩১-৫-৭১** স্টেনলেস স্টীল শীট/প্লেট এ আই এস আই ৩০৪ এল গ্রেড হট রোল্ড/কোল্ড রোল্ড, অ্যানীল্ড—পিকল্ড (আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) সরবরাহ।

(২৪) **পি ডি এন/পি পি ই ডি/এঞ্জি/৯১—দাখিলের শেষ তারিখ** ১৪-৫-৭১—মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য। "আমাদের টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী সী ওয়াটার ও প্রসেস ওয়াটার সিস্টেমের জন্য রাবার এক্সপ্যানসন জয়েণ্ট।"

(২৫) **পি ডি এন/পি পি ই ডি/এম টি এল/৪৬—দাখিলের শেষ তারিখ** ৩১-৫-৭১—মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য। আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্টীম জেনারেটিং ইকুইপমেণ্টের জন্য কার্বন স্টীল পাইপ সরবরাহ।

(২৬) **পি ডি এন/পি পি ই ডি/এম টি এল/৪৪—দাখিলের শেষ তারিখ** ২০-৫-৭১—মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য। আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রিড কুলার, স্ট্যাণ্ড বাই কুলার ও রিড কনডেন্সারের জন্য মেটেরিয়াল সরবরাহ।

(২৭) **পি ডি এন/পি পি ই

ছবিতে নানতা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

কুমিল্লা-শ্রীহট্ট রণাঙ্গনে পাকিস্তানী ফৌজ প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে

অমিয় দেবরায়

আগরতলা, ১৫ এপ্রিল—কুমিল্লা থেকে একটি পাকবাহিনী কুমিল্লা-শ্রীহট্ট সড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সীমান্তের ওপার থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে, মুক্তি ফৌজের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে তিষ্ঠাতে না পেরে পাক ফৌজ গতকাল মধ্য রাত্রের পর উজানিসর সেতু থেকে ফিরে গিয়েছে।

আজ সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাক ছত্রীসেনা নামানো হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই খবর দেন। সৈন্য নিয়ে কয়েকটি হেলিকপটারও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেমেছে।

আখাউড়ার দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি অঞ্চলে গতকাল সন্ধ্যা থেকে উভয় পক্ষে গোলা বিনিময় হতে থাকে। আজ সকাল পর্যন্তও তার বিরাম ছিল না। তবে মুষলধারে বৃষ্টির জন্য গতকাল মধ্য রাত্রির পর কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল।

পাক সেনা আখাউড়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে লালপুর, আশুগঞ্জ, নবিনগর ও আরও কয়েকটি গ্রামের উপর প্রচণ্ড কামান দাগে। হতাহতের হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আখাউড়ার পাঁচ থেকে সাত মাইলের মধ্যে বাঘমারা, তানকর ও সৈদাবাদ প্রভৃতি গ্রামে আগুন জ্বলতে থাকে ও বহু বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়েছে।

পাকবাহিনী এখন কুমিল্লা-শ্রীহট্ট সড়ক সৈন্যদলের যাতায়াতের উপযোগী করার চেষ্টা করছে। এজন্য তাদের একটি লক্ষ্য হচ্ছে হাওড়া নদীর উপর গঙ্গাসাগরের সেতুটি মেরামত করা। মুক্তিযোদ্ধারা আগে এই সেতুটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সেতু মেরামতের জন্য পাকবাহিনী সেতুর কাছে সিমেন্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম আনার চেষ্টা করছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে বলা হয়েছে, মুক্তিফৌজের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

অসামরিক বিমানে সৈন্য চালান

পাকিস্তান ইনটারন্যাশনাল এয়ারলাইনস যাত্রী বহনের নাম করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ও ঢাকা থেকে যশোহরে পাক সৈন্য পৌঁছে দিচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীদের খবর। ইতিপূর্বে পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল এই রুটে দুটিতে যাত্রী বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। 'পূর্ব বাংলায় দ্রুত শান্তি ফিরে আসছে' বলে ভাঁওতা দেবার জন্যই ওই প্রচারকার্য করা হয়।

কুমিল্লা হাতে রাখার জোর চেষ্টা

কুমিল্লায় যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। পাক সৈন্যরা কুমিল্লা ক্যানটনমেন্ট ও বিমান বন্দর হাতে রাখার জন্য মরীয়া হয়ে লড়াই করছে। আরও আটশ পাক সৈন্যকে বিমানে করে কুমিল্লায় নামানো হয়েছে।

মুক্তিফৌজের অগ্রগতি ঠেকাবার জন্য পাক সৈন্যরাও কুমিল্লার পথে চাওড়া ও অন্যান্য জায়গায় কয়েকটি সেতু ভেঙে দিয়েছে।

পাক ফৌজ যাতে রেলে ঢাকা থেকে কুমিল্লা না আসতে পারে সেজন্য মুক্তিসেনারা মেঘনা নদীর উপর ভৈরব সেতুর রেল রাস্তা সরিয়ে ফেলেছেন। সড়ক ও রেল যোগাযোগ না থাকায় পাক বাহিনীকে সৈন্য ও রসদ পাঠানোর জন্য বিমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

ত্রিপুরার দিকে মুখ করে কামান

পাকিস্তানী সৈন্যরা ত্রিপুরার সোনামুড়ার দিকে মুখ করে বিবির বাজারে দুটি কামান বসিয়েছে।

শ্রীহট্টে মুক্তিফৌজের দখল অব্যাহত

ধ্রুব মজুমদার

শিলং, ১৫ এপ্রিল—শ্রীহট্ট এখনও মুক্তিফৌজের দখলে আছে। আজ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নিজেদের সাধারণ নাগরিক হিসাবে দাবি করে সীমান্ত পেরিয়ে ডাওকিতে আমাদের সীমান্তরক্ষীবাহিনীর (বি এস এফ) কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাদের শিলং নিয়ে আসা হয়েছে। বি এস এফ তাদের নামধাম কিংবা সংখ্যা প্রকাশ করতে রাজি হয় নি। স্বভাবতই সন্দেহ করা হচ্ছে, তারা পাক ফৌজের লোক। শ্রীহট্ট এলাকা এখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

আজ থেকে বিশ্বভারতীতে গরমের ছুটি

শান্তিনিকেতন, ১৪ এপ্রিল—বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, পূর্ব নির্ধারিত ২৯ এপ্রিলের পরিবর্তে ১৬ এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হল। ১৭ জুন আবার বিশ্বভারতী খুলবে। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে অভিভাবকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

—পি টি আই

সভা-সমাবেশ

ওপারের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে : সন্ধ্যা ৬টায় ভারত সভা হলে, উদ্যোক্তা : রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, বক্তা : ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত (শিক্ষামন্ত্রী), ডঃ জয়নাল আবেদীন (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) শ্রীঅজিত পাঁজা (বিচার মন্ত্রী) শ্রীগোবিন্দ নস্কর রাষ্ট্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী। **প্রতিবাদ সভা :** পঃ বঙ্গ নাগরিক ফোরাম কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিচারণ ও পূর্ব বাংলার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদসভা। বিকাল ৫টায় কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ :** বাংলা দেশের উপরে পাক সরকারের বর্বর আক্রমণের রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী ও প্রতিবাদে বিকাল ৫টায় পি. ২৩ রাজা বিজ্ঞানরাগীদের সভা। সভাপতি : সত্যেন্দ্রনাথ বসু। **ধ্রুব সপ্তাহ :** সন্ধ্যা ৬টায় দঃ পূঃ রেল সদর কার্যালয়ে (গারডেন রীচ) অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরণ : অর্থমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।

'বাংলাদেশ' পোসটার প্রদর্শনী

১৬-১৮ এপ্রিল মধ্য কলকাতা যুব-ছাত্র সংহতির 'বাংলাদেশ' পোসটার প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিদারাম ব্যানার্জি লেন—মদন দত্ত লেনের সংযোগস্থলে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শুরু হবে।

বর্ষবরণ উৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্‌যাপিত হয়। 'বাংলা দেশের ক্ষুদ্র পতাকা ব্যাজ হিসাবে বুকে ধারণ করে অনেক জায়গায় তরুণতরুণীরা 'সোনার বাংলা' গান গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করে।

নববর্ষের শুভ দিনে ব্যবসায়ী দোকানীরা অনেকেই কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনিয়া প্রভৃতি পুণ্যস্থানে গিয়ে পুজো দিয়ে নতুন খাতার পত্তন করেন। বহু সুসজ্জিত দোকানপাটে হালখাতা হয়। শ্রীশ্রীগণেশ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পুজোর পর বিকালে ক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আপ্যায়িত করা হয়। গত একটা বছর খুনখারাপি ও অশান্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য অনেক মার খেয়েছে। নতুন বছরে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে আবার সুদিনের মুখ দেখতে পায়, সকলেই তার জন্য প্রার্থনা জানান।

উত্তর শহরতলিতে অনুষ্ঠান

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, এদিন সকালে বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণ শত শত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সমাবেশে মুখর হয়ে ওঠে। সমবেত ব্যায়াম ছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এর উদ্যোক্তা ছিলেন উত্তর শহরতলি জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ।

সূচনায় বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীজ্ঞান মাইতি উৎসবে যোগদানকারী সকলকে নববর্ষের সংকল্পবাণী পাঠ করান।

এর পর কুচকাওয়াজরত বালক-বালিকাগণ জাতীয় পতাকা অভিবাদন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপঞ্চুসুন্দর ব্যানার্জি। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅমিয়রঞ্জন গুপ্তোপাধ্যায়।

আর এস এস-এর পথ সঞ্চলন

এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার সহস্রাধিক তরুণ স্বয়ং সেবক কলকাতার রাস্তায় পথ সঞ্চলন করেন। সঙ্ঘের গৈরিক পতাকা ও ব্যানার-বিউগল বাদ্য সহ ওই সুশৃঙ্খল সামরিক কায়দায় পথ সঞ্চলন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় গোলাবাগান সি আই টি পার্কে। প্রত্যেক স্বয়ং সেবকের পরনে ছিল সঙ্ঘের বেশ, হাতে লাঠি। হাওড়ায়ও সঙ্ঘের বালক স্বয়ংসেবকরা অনুরূপ পথ সঞ্চলন করে।

বাংলা জাতীয় দলের পথ পরিক্রমা

বাংলা জাতীয় দলের উদ্যোগে নববর্ষের প্রথম দিনে স্বাধীন বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সমগ্র কলকাতা ও শহরতলির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সহ পথ পরিক্রমা করা হয়। শত শত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অভিনন্দন জানান।

৪০ নং ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নরেন সেন স্কোয়ারে শুভ নববর্ষ উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচী ছিল জয় বাংলার অহত নাগরিকদের জন্য যুব কংগ্রেস কর্মীদের রক্তদান। এদিন ওই অঞ্চলে শহীদ দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচার মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা। উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস।

হাওড়া কংগ্রেস কর্মীদের রক্তদান

বৃহস্পতিবার নববর্ষের সকালে হাওড়া কংগ্রেস ভবনে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির (আঃ) এক অনুষ্ঠানে বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে যুব, ছাত্র ও কংগ্রেস কর্মীরা রক্ত দান করেন সেনট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে। এই উপলক্ষে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন।

কলকাতা-কেওনঝড় বাস চালু

বৃহস্পতিবার নববর্ষ দিনে কলকাতা রাজ্য পরিবহণ করপোরেশন কলকাতা থেকে ওড়িশার কেওনঝড় পর্যন্ত দৈনিক একসপ্রেস বাস সারভিস চালু করেন। ওই করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বি মুখোপাধ্যায় সকাল ৯টায় ওই সারভিসের উদ্বোধন করেন।

সিঁথি ভাইবোন সঙ্ঘের উৎসব

এদিন সিঁথি ভাইবোন সঙ্ঘের মাঠে বিভিন্ন আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলার মাধ্যমে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দে ও পৌরোহিত্য করেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ধর।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার

এদিন চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার রজত জয়ন্তী ও নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে সকালে প্রভাত ফেরী বের হয়। প্রভাতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। বিকালে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি শ্রীমতী অরুণা লাহিড়ী আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। সম্পাদকের বিবৃতি পড়েন শ্রীবিবেক ব্যানার্জি। সবশেষে আশ্রমিক সঙ্ঘ 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় করেন।

শতবর্ষ আগে

ব্রহ্মযুদ্ধে বিপদগ্রস্ত ব্রিটিশ কাপ্তেন ও সেনাদল!!

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (৩১ ডিসেম্বর ১৮৫২) লিখেছেন : "ব্রহ্মদেশীয় সেনারা পাগু নামক স্থানের উচ্চ ভূমিতে অতি প্রগাঢ়রূপে শিবির বন্ধন করিয়া অবস্থানি করিতেছে। কাপ্তেন বেরি সাহেব আরাকানের বেটেলিয়ান সৈন্য লইয়া তাহারদিগের সম্মুখে ওয়াদাত নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এমত সাহস নাই যে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করেন, কাপ্তেন বেরি এবং মেজর মেলিং সাহেব উভয়ে বিবেচনা করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহারদের এমত সাধ্য নাই যে ব্রহ্মদেশীয়দিগকে পরাজয় করিয়া উক্ত উচ্চভূমি গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ কার্য্য সাধনার্থ অতিরিক্ত সৈন্য ও কামানের আবশ্যক করে, কাপ্তেন বেরি সাহেব সেনাপতি সাহেবের নিকটে আরো এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার নিকটে একজন কমিসারিএট সংক্রান্ত কর্ম্মকারক প্রেরণ করা আদৌ কর্ত্তব্য হয়, কারণ তিনি যে দেশে অবস্থান করিতেছেন সেখানে সেনাদিগের খাদ্যদ্রব্য কিছুই মেলে না।"

*

প্রভাকর পরদিন (১ জানুআরি ১৮৫৩) লিখেছেন : "ব্রহ্মদেশের সেনারা একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ও অনেক খাদ্যদ্রব্য হরণ করিয়া লইয়াছে, ব্রহ্মরাজের শ্যালক অধিক সৈন্য লইয়া পেগু আক্রমণ করাতে কাপ্তেন হিল সাহেব অতি বিপদে পড়িয়াছেন, যদ্যপি তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত না হয় তবে পেগুদেশ ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা অধিকার করিয়া লইবেক। যদিও বিপক্ষেরা ব্রিটিশ সেনাদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত নহে তথাচ ঐ অনল শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

—কল্পতরু (সংকলিত)

প্রচণ্ড আক্রমণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংপুর-পার্বতীপুরের দিক থেকে একটি পাক সামরিক বাহিনী দিনাজপুরের দিকে নেমে আসে। কিন্তু মুক্তি ফৌজ বীরের মত লড়ে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

শ্রীহট্ট এলাকাতেও চলেছে জোর লড়াই। শহরটির একাংশ মাত্র পাক বাহিনী দখল করতে পেরেছে। মুক্তি ফৌজ সুর্মানদীর দক্ষিণতীরে।

চুয়াডাঙ্গা থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায়, ঈশ্বরদীর কাছে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। ভারত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি শরণার্থীর ভিড়ে ভরে গেছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা। তরুণদের পাক ফৌজ নৃশংসভাবে জবাই করছে আর তরুণীরা বন্দিনী।

একটি সুখবর, মুক্তি ফৌজের একটি বাহিনী আবার পাবনা শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। শহরটি চার দিন আগে তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। পাবনার ঘাঁটি থেকে চতুর্দিকে—নদীর ওপারেও—পাক গোলাগুলি বর্ষণের বিরাম নেই। গোলা পড়েছে উত্তরাঞ্চলে ঠাকুরগাঁও শহরেও, হয়ত মুক্তি ফৌজকে এই শহরটিও ছেড়ে চলে যেতে হবে। শহরের আশেপাশে গ্রামগুলি আর গ্রাম নেই, পড়ে আছে শুধু কুটিরের ছাই। এদিকে, কুষ্টিয়া শহর এখনও মুক্তি ফৌজের হাতে।

ঢাকা এলাকায় দুই দলে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন লড়াই চলে। চট্টগ্রাম আর ঢাকা—এই দুটি বড় কেন্দ্রে পাক ফৌজ কিন্তু এখনও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

আগরতলার খবর : সীমান্তের ওদিকে সকালের দিকে শুধু কামানের গর্জন শোনা গেছে। কুমিল্লা খণ্ডে পাক বাহিনীর লক্ষ্য আখাউড়া জংশনটি দখল করা পারেনি। সেই সঙ্গে তাদের আরও উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অধিকার করা। পারেনি। একটানা গোলাগুলি বর্ষণের পর পাক কামান থেকে আর শব্দ শোনা যায়নি। অধিকাংশ ফৌজ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তিতাস নদীর উজান শহর সেতুটি মুক্তি ফৌজের দখলে। পাক সেনাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়, মুক্তি বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেন এবং নিশ্চিহ্ন করেন। এ খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। এই বেতার কেন্দ্রের আরও খবর, রাজশাহীর নাটোরের কাছে অন্তত ৮০০ দখলদার ফৌজ নিহত। কয়েকটি বিমান বিধ্বস্ত, হালকা মেশিনগান সহ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র মুক্তি বাহিনীর করায়ত্ত। দখলদার বাহিনী এস ও এস বা অর্ত আর্জি পাঠিয়েছে আজ ইসলামাবাদের কাছে। খাবার পাঠাও, খাবার পাঠাও, এ ছাড়া অন্য কথা নেই।

বগুড়া মুক্তি ফৌজের নিয়ন্ত্রণেই আছে। এই এলাকার একটি সেতু তাঁরা উড়িয়ে দিয়েছেন।

সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, বাংলা দেশে মুক্তি ফৌজের সংখ্যা এখন পঞ্চাশ হাজার।

—ইউ এন আই, পি টি আই

কোচবিহার সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল—পাক ফৌজ এখন কোচবিহার সীমান্ত বরাবর হাতিবান্দা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ছোট বাহিনী টহল দিয়ে ফিরছে। সীমান্ত পথ বন্ধ করে দেওয়াই এদের উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যেই এখানে রংপুর থেকে ২০ হাজার মানুষ এসেছে। এদের মধ্যে ২ হাজার বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। বাকি সকলে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে জায়গা করে নিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পাক বোমাবর্ষণ

মোহেরপুর থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত খবর দেন চুয়াডাঙ্গায় বুধবার রাত থেকে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী একের পর এক বোমা ফেলে চলেছে। গোলাগুলির আওয়াজ বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গাবাসীর নববর্ষ কাটে।

মুক্তি ফৌজের স্পীডবোটের আঘাতে পাক ফৌজবাহী জলযান ডুবি

আগরতলা থেকে ইউ এন আই খবর দিচ্ছে : বুধবার রাত্রে মুক্তি ফৌজ পরিচালিত একটি স্পীডবোট দুটি পাক ফৌজবাহী জলযানের একটিকে ধাক্কা দিয়ে মেঘনায় ডুবিয়ে দেয়। প্রায় ২০০ পাক সেনা জলে ডুবে মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্রও।

বাংলা দেশ থেকে সীমান্তের এপারে পাওয়া খবর থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে লালপুরবাজারে নৌ-যানটি ডুবে যায়। ওই নৌযান ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছিল।

দ্বিতীয় নৌযানটি লালপুরবাজারে নোঙর করে। সেখানে পাক সেনা নেমে মুক্তি ফৌজের কাছ থেকে বাধা পায়। অবশ্য ওই ফৌজ নরসিংদি গাবিসনের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর আক্রমণ করে।

আগরতলার হাসপাতালে মুক্তি ফৌজ সেনানীদের চিকিৎসা

আগরতলার এক খবরে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার পাক সেনাদের সঙ্গে লড়াইর সময়ে শ্রীহট্টে এবং কুমিল্লা জেলায় আশুগঞ্জে বুলেটবিদ্ধ মুক্তি ফৌজের তিনজনকে সেনাকে উদ্বাস্তুরা চিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য মহল জানিয়েছেন, আগরতলার এক হাসপাতালে এই তিনজনের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেনটের একজন সুবেদার নায়ক ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একজনের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

যশোর রণাঙ্গনে চারঘন্টা লড়াই

তুষার পত্রনবীশ

বেনাপোল (বাংলা দেশ), ১৫ এপ্রিল—পাক ফৌজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দুটি কামান এখানে আনা হয়েছে। আজ বিকালে জীপগাড়িতে তেলা অবস্থায় একটি কামান আমি দেখতে পাই। বাস ভর্তি ই পি আর বাহিনী সেই জীপগাড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে কোন এক অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে।

নাভারণ, ঝিকড়গাছা, যশোর রণাঙ্গনে মুক্তি ফৌজ গতকাল চারঘন্টা মরণপণ লড়াইয়ের পর নাভারণ থেকে পাক ফৌজকে তাড়িয়ে দিয়েছে। গাঙনিয়া গ্রাম থেকে কামানের গোলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

সৈয়দ কামাল ভকতু এম-এল-এ আমাকে জানান, তিনি ঢাকা থেকে এই অঞ্চলে আসার পর পুলিশের কাজকর্ম ও খাদ্য সরবরাহ সমেত স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছেন। তিনি দশ এপ্রিল এদিকে এসেছেন।

ম্যানিলার অদূরে বিমান দুর্ঘটনায় ৩০ জন নিহত

ম্যানিলা, ১৫ এপ্রিল—আলসার এক খবরে প্রকাশ, ম্যানিলার ৪০ কিলোমিটার উত্তরে বাসা বিমান ঘাঁটিতে আজ এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ফিলিপিনো বৈমানিক। সামরিক বিমানটি নিকসন বিমান বন্দরে যাবার জন্য যাত্রা করার পরই ভেঙে পড়ে।

—ইউ এন আই

একমাত্র
ক্রম্পটন পাখাতে
৪টি অতুলনীয়
সুবিধে পাবেন

১. বিজলী খরচ বাঁচায়
২. কখনো তেল বা গ্রীজ দেবার দরকার হয় না
৩. শর্ট সার্কিট রোধ করে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে দেয়না
৪. নিঃশব্দে চলে

Crompton Greaves LIMITED

৩৮টি দেশের লোকই
ক্রম্পটন গ্রীভস ইণ্ডিয়ার
পাখা ব্যবহার করবেন,
এতে আর আশ্চর্য কি!

CG-113 BN

গ্লোব ল্যাম্প

জয়ন্ত ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস

Deson

ELEGANT NON-AUTO

শোনার আনন্দ
নেলকোতেই
NELCO

সিলিকন ৩৩২
৩ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল
ট্রানসিস্টর
মূল্য—২৪০ টাকা
উৎপাদন শুল্কসহ অতিরিক্ত স্থানীয় কর
সুপার ইলেকট্রনিকস
মাল
U-NE-68

Excel BADGES TOKENS

কারখানা, ক্যান্টিন, অফিস, কনভেনশন, কনফারেন্স ও সেমিনার-এর জন্যে অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়মের সকল রকম।
প্রস্তুতকারক :
এক্সেল প্রেসেস
প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ রেলিভ রোড
বম্বে-১
ফোন ২৫৯১৮১—৫৭৩৩২৭
শাখা : ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড
কলিকাতা-১২, ফোন : ৩৪৮৫৯৩

আপনিই বন্ধ করতে পারেন
এই অ্যাক্সিডেন্ট

যদি জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি বা সিগারেটে-এর টুকরো এখানে ওখানে না ফেলেন, যদি আপনার ব্যক্তিগত মালপত্রের সঙ্গে সহজদাহ্য জিনিষ, বিস্ফোরক বা এসিড ইত্যাদি না নেন এবং কামরার মধ্যে ষ্টোভ বা চুল্লী না জ্বালান।

আপনার ভ্রমণকে নিরাপদ করার জন্য আমাদের সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

বন্দে মাতরম্
আনন্দ বাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ২ বৈশাখ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে? —রবীন্দ্রনাথ

লড়াইকে ছড়াইয়া দেওয়ার ইঙ্গিত?

যাক্, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের ঘটনা যে পাকিস্তানের 'ঘরোয়া' ব্যাপার, নিজের এই অপপ্রচারটা পাকিস্তান নিজেই মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিল। 'ঘরোয়া' হইলে বাহিরে প্রতিবেশী দেশের আকাশে আর আঙিনায় উন্মত্ত ইয়াহিয়া-গোলামদের গোলাগুলি আসিয়া পড়িত না। সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া এ দেশকে জড়াইতে চাহে, জড়াইতেছে। ওদিকে কাশ্মীরেও নাকি নূতন করিয়া হাঙ্গামা বাধানোর ফন্দিতে পাকিস্তান তা দিয়া চলিয়াছে। তাজ্জব ব্যাপার বটে। কতখানি শক্তি ধরে ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠী, যে অগণ্য স্বধর্মী মানুষকে হত্যা করিয়াও তাহার রক্ত-লালসা মেটে না? পূর্বাঞ্চলে এক শক্তিকরী লড়াইয়ে যে জড়াইয়া পড়িয়াছে, সে একই সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেও চ্যালেঞ্জ করিতে চায়? জানি না এই স্পর্ধার উৎস কোথায়। এই দুঃসাহসের রসদ কাহারা জোগাইতেছে।

জোগানদারদের সনাক্ত করা কঠিন নয়, তাহাদের আমরা চিনি—আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া। পিছনে নখদন্তহীন ইংরাজ। বৃহৎ শক্তিগুলির আদরে বিনষ্ট, মদতে মত্ত আচারভ্রষ্ট পাক জঙ্গীশাহীর আচরণ আজ অবিকল সুরাপানে উন্মত্ত দানবের ন্যায়—মানবতাকে সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, ধরাকে করে সরা জ্ঞান। আর কী আশ্চর্য, প্রশ্রয়দাতা, অস্ত্রদাতা মুরুব্বী-মোড়লেরা—কেহ গণতন্ত্রী, কেহ সমাজতন্ত্রী—বিবেককে বিলকুল বরখাস্ত করিয়া ন্যাকা সাজিয়া বসিয়া আছে।

উহারা শক্তিমান, উহারা দূরের দর্শক, সব চোখ বুজিয়া বরদাস্ত করা উহাদের সাজে। 'অন্যায় সহা' নামক পাপের বিচার? সে প্রায়শ্চিত্তের দিনও আসিবে, তবে কিছু পরে। কিন্তু অন্যেরা? অন্যায় যে সহে, এমন কী সহায়তাও করে, ভারতের পক্ষে সেই রকম সহিষ্ণু দর্শক থাকা অসম্ভব। কেননা, ভারত দূরের দেশ নয়। অতীতের যোগসূত্রের কথা স্মরণ রাখিয়াও—আজ ওই দেশে নরমেধ-যজ্ঞে যাঁহারা আহুতি হইলেন, তেইশ বছর আগেও তাঁহারা ছিলেন আমাদেরই জ্ঞাতি ও স্বজাতি—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া ভারতকে তাহার বর্তমান কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

এই কর্তব্য আদর্শগত, এই কর্তব্য বাস্তব। একই সঙ্গে দুইটা। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যে দেশ লড়াই করিয়াছে, স্বাধীনতাকে জন্মগত অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, গণতন্ত্রে যাহার বিশ্বাস নিশ্বাসের মতো মিশিয়া আছে, 'বাংলাদেশে'র এই অভ্যুত্থানের মহূর্তে সেই দেশের মূক-বধিরের ভূমিকা? না, সে প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিবেশী সিংহলে নির্বাচিত সরকারের সাহায্যে যাহারা আগাইয়া গিয়াছে, আর-একটি দেশে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের উৎখাত করার চক্রান্তে চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে নীতিহীনতা। আদর্শের তত্ত্বাকাণ্ডে সায় দেওয়ার সামিল। এক কথায় পাপ।

না হয় আদর্শও পরে। বাস্তব পরিস্থিতিও এই সত্যই উপস্থিত করিয়াছে যে, সীমান্তের ওপারে যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহার আঁচ এপারেও লাগিবে। ত্রিপুরা এবং দিনাজপুরে পাকফৌজের নিয়মলঙ্ঘন তথা গোলাবর্ষণ সেই সত্যকে উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিল মাত্র। দিন-কয়েক আগে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ যখন জনরোষে বিস্ফোরণের মতো ফাটিয়া পড়ে তখনই বোঝা গিয়াছিল হানাদারেরা কোনও সীমাই মানিবে না। তাহাদের বিমানবহর আকাশে উড়িয়াছে, যেহেতু আকাশে মুজিব নাই, আর নিরস্ত্র মানুষদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিতে দিতে এ দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করিতেও তাহাদের বাধে নাই। দিল্লি যদিও তখন ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দেয়, তবু সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও দিয়াছিল যে, বাড়াবাড়ি ঘটিলে অনুপ্রবেশকারীদের যেন তাড়া করা হয়, দরকার হইলে বিমানও ভূপাতিত করিতে হইবে। আকাশের নির্দেশ কি মাটিতে খাটিবে না? নহিলে পাকফৌজ এপারেও বিনা বাধায় গুলি চালাইয়া গেল কী করিয়া?

পাকিস্তানের হঠকারিতার এইখানেই শেষ নয়। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে কাঁচকলা দেখাইয়া সে ভারতের সীমান্তেও ফৌজ মোতায়েন করিতেছে। লড়াইয়ের প্রথম চোটে যে বীরপুঙ্গবেরা চম্পট দিয়াছিল তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সীমান্তের দিকে গুটি গুটি আগাইয়া আসিতেছে যে পাকিস্তান, সেই পাকিস্তানই আবার দুনিয়ার হাটে—সুবিধা করিতে পারুক, চাই না-পারুক—ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নাকী সুরে নালিশ জানাইতেছে। অথচ ১৯৬৫ সনের ইতিহাস সাক্ষী, সেদিন ভারত কিন্তু শত প্ররোচনাতেও পূর্ববঙ্গের দিকে হাত বাড়ায় নাই। সেদিন যাহা ঘটে নাই, আজ যদি তাহা ঘটে তবে বুঝিতে হইবে, ইয়াহিয়া-চক্রই সম্পূর্ণ-রূপে দায়ী, তাহারাই ভারতের হস্তক্ষেপ অনিবার্য করিয়া তুলিতেছে। বৈগতিক দেখিয়া—প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বরূপ সমঝাইয়া—পিণ্ডির জঙ্গীশাহী হয়তো যাহাকে বলে "এসকালেট", অর্থাৎ লড়াইটাকে ছড়াইয়া দিতে চায়—সীমান্তের প্ররোচনা তাহারই ইঙ্গিত।

সবই স্বার্থের তাগিদে

না, ব্যাপারটা ঠিক "বানরে সংগীত গায়, জলে ভাসে শিলার" মতো অলৌকিক ও উদ্ভট নয়। নয়াচীনের সঙ্গে মার্কিন দেশের নূতন করিয়া কূটনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধার উদ্যোগের খবরে চমকাইয়া উঠিবার কিছু নাই। ঘটনাটা নিতান্তই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। বাইশ বৎসর আগে চীনদেশে যখন কম্যুনিস্টদের প্রভুত্ব কায়েম হয় তখন হইতেই আমেরিকার সঙ্গে তাহার কোন কূটনৈতিক সম্বন্ধ নাই। আমেরিকানদের নিন্দা না করিয়া লাল-চীনের দিক্‌পালেরা নাকি জলগ্রহণ করেন না, এমন একটা কথা যে সারা দুনিয়াতে রটিয়াছে সেটাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার এতকাল আমেরিকা যেমন করিয়া পারে লালচীনকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা চালাইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আসরে নয়াচীনের আজও যে ঠাঁই হয় নাই, তাহার হেতু মার্কিন বিরোধিতা। ওয়াশিংটন বাঁকিয়া না বসিলে কবে জাতিপুঞ্জের দরবারে পিকিংয়ের আসন জুটিয়া যাইত।

এই যে চীন-মার্কিন বিরোধ তাহার সহিত ব্যক্তিগত খামখেয়ালির কোনও সম্পর্ক নাই। চীন ঘোর বাস্তববাদী, মার্কিন দেশও তাহাই। নিজের নিজের স্বার্থের খাতিরেই একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে, পরস্পরকে বিপদে ফেলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। এখন যে আবার চাকা উলটা দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার মূলেও ওই একই জাতীয় স্বার্থ। চু-এন-লাই কিংবা প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজেদের নাম কিনিবার জন্য কিছু করিতেছেন না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবিয়াই তাঁহারা শত্রুতা ছাড়িয়া মিত্রতার পথ ধরিয়াছেন। উপলক্ষটা এখানে গৌণ, মুখ্য হইতেছে পুরাতন রীতি বর্জন করিয়া নূতন রীতি গ্রহণ করা। টেবল-টেনিসে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা হাতের কাছে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই সেতুবন্ধের ব্যবস্থা সে খেলাকে দিয়াই হইয়াছে। না পাওয়া গেলে আর-একটা উপলক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই কঠিন হইত না। মন তৈয়ারি হইয়া গেলে বাহিরের বাধায় কি আর আটকায়?

এ ক্ষেত্রে তত্ত্বকথার অবতারণা সম্পূর্ণ অবান্তর। কম্যুনিস্ট-শিরোমণি প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট-চূড়ামণি আমেরিকার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখিয়া ভিমি খাইবার কিছু নাই। কূটনীতিতে জোরটা নীতির উপর নয়, কূটের উপর। সেখানে বন্ধুত্বও ভণ, শত্রুতাও তাহাই। পররাষ্ট্রনীতিতে চিরশত্রু বলিয়াও কেহ নাই, চিরমিত্র বলিয়াও কেহ নাই। মিত্রতা ও শত্রুতা দুই-ই স্বার্থের তাগিদে। হিন্দু বিবাহ কিংবা রোমান ক্যাথলিক উদ্বাহের মতো কূটনৈতিক মিলন চিরন্তন নয়, কূটনৈতিক বন্ধন অচ্ছেদ্য নয়। কাল যাহাদের মধ্যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক ছিল আজ তাহারা হরিহরাত্মা হইয়া উঠিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভাঙা মন যদি কখনও জোড়া না লাগিত তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসটাই পালটাইয়া যাইত। ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের কিংবা জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বিবাদ আজও চলিত, যদি-না কূটনৈতিক বিবাদ একটা সামরিক ব্যাপার না হইত। ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের কিংবা জাপানের সঙ্গে আমেরিকার মনো-মালিন্য যে ঘুচিয়াছে তাহাতে নীতি-শাস্ত্রের মহাভারত মোটেই অশুদ্ধ হইয়া যায় নাই।

অতএব চীনের সঙ্গে আমেরিকার মটমাটের আয়োজন যদি শুরু হইয়া গিয়া থাকে, তাহাতে দুই দেশের কাহারও মুখে চুণকালি পড়ে নাই, আবার কাহারও নামে জয়ধ্বনি দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। বাস্তব রাজনীতি অর্থাৎ 'রিয়াল পলিটিকে' দুই রাষ্ট্রই বিশ্বাসী। তাহাদের আচরণও তাই বাস্তবভিত্তিক। দুনিয়ার সকলে এ তত্ত্ব জানে ও মানে—এক বোধ হয় আমরা ছাড়া। দুনিয়ার কূটনীতির আসরে আমরা যে কলিকা পাইতেছি না তাহার জন্য অপরকে দোষ দিয়া লাভ নাই। সে সভায় জাঁকাইয়া বসিতে গেলে যে বাস্তববুদ্ধি থাকার দরকার, সে বুদ্ধি আমাদের কই? নীতিশাস্ত্র আওড়াইয়া আমরা বাজিমাত করিতে চাহিয়াছি বলিয়া পদে পদে ঠকিয়াছি। তবুও কি আমাদের শিক্ষা হইয়াছে, আমরা কি বুঝিয়াছি রাজনীতি-কূটনীতিতে ধ্রুবতারা গভীর তত্ত্বকথা নয়, দেশের ও জাতির স্বার্থ? ব্রিটেন সে কথা বোঝে, আমেরিকা বোঝে, রাশিয়াও বোঝে, চীনও। এমন কী, আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী পাকিস্তানেরও সে বোধ আছে। আমরাই শুধু নীতি কথার জাবর কাটিয়া মরিতেছি আর কূটনীতির পাশা খেলায় বার বার হারিয়া চোখে সরিষাফুল দেখিতেছি।

সোনার কথা

কেতকী ফুলের বর্ণ কি সোনার বর্ণের মতো হইতে পারে? রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শব্দকল্প-দ্রুম অভিধানে কেতকী ফুলের বর্ণ উল্লেখ করিতে গিয়া এই প্রশ্নের বাধা পাইয়াছিলেন। কেতকী ফুল সাদা; ইহাই সাধারণ প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে কেতকীকে স্বর্ণাভ বলা হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, রাজা রাধাকান্ত দেব হঠাৎ একদিন খবর পাইলেন যে, বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ির পুরাতন দীঘির পাশে জংলা পরি-বেশের মধ্যে কেতকীর গাছ আছে, যাহার ফুল স্বর্ণাভ। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল, সত্যই তাই। সুতরাং অভিধানে স্বর্ণাভ কেতকীর নামও স্থান লাভ করিল।

স্বর্ণযূথিকা এবং স্বর্ণচম্পক আছে; তাহাদের রূপের তথা বর্ণের পরিচয় গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া জানিবার প্রয়োজন হয় না। পীতবর্ণ হইলেই সেই ফুল যেন সোনার ফুল হইয়া গেল। যাহা বনবাড়ের সোঁদাল, তাহার ফুলের মঞ্জরীও কবিকের আলঙ্কারিক কল্পনার প্রলেপ মাখিয়া পীতপুরটমঞ্জরী অর্থাৎ হলদে সোনার মঞ্জরী হইয়া গিয়াছে।

কোলারের খনিতে সোনা আছে, ইহা বাস্তব সত্য। এই বাস্তবতা কিন্তু নিতান্তই ধাতুগত। সোনা এ ক্ষেত্রে একটি পদার্থ। কিন্তু ধারণা করিতে হয়, আর-একটি খনিতে সোনা আছে, অফুরান সোনা। তাহা হইল মানুষের মনের খনি। কোলারের খনির সোনা মোহর হইয়া শ্রেষ্ঠীর সিন্দুকে স্থান পাইয়াছে, কিংবা গায়ের গহনা হইয়া ঝলমল করিয়াছে। পদার্থ হিসাবে সোনা খুবই মূল্যবান। তাহারই মানে মানিত হইয়া বিশ্ববাণিজ্য নির্বাহ হইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার স্থল-শুল্ক-অফিসারেরা তল্লাশি করিয়া কুড়িটি সোনার 'বিস্কুট' পাইয়াছেন। কোন সন্দেহ নাই ইহা কোলারের খনির মতো কোন খনির সোনা দিয়া নির্মিত বিস্কুট। হোক মূল্যবান, তবু ইহা পদার্থ। এবং সোনার বিস্কুট বলিলে তাহাতে সোনার পদার্থগত আভিজাত্য যেন খর্ব হইয়া যায়। মনে হইতে পারে, এ ক্ষেত্রে সোনা শর্করামিশ্রিত ময়দা হইয়া গিয়াছে। সোনার ইঁটও আছে। সন্দেহ হইতে পারে, এই সোনার মধ্যে বুঝি ইঁটত্বই সবচেয়ে বড় সত্য। যখেরা নিদ্রাহীন হইয়া গুপ্তধনের সোনার তাল পাহারা দিয়া রক্ষা করে। এ ক্ষেত্রেও মনে হইতে পারে, খনির সোনা যেন তাহার পদার্থমূল্য হারাইয়া গাছের তালের মতো একটা সামান্য বস্তু হইয়া গিয়াছে।

পদাবলীর গায়ক গাহিয়া থাকেন:

দাঁহু মুখ সুন্দর
কী দিব উপমা।
কানু মরকতমণি
রাই কাঁচা সোনা॥

বুঝিতে হয়, এখানে যে সোনাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা কোলারের খনির সোনা নহে, তাহা মানুষের মনের খনির সোনা। সাহিত্যের কাব্যে ও কল্পনায় দেখা যায়, ভাব ভাষা ও উপমা সোনা ছড়াইতেছে। এই সোনা পদার্থ নহে, ইহা একটি মায়াময় রূপ। মনের খনির এই সোনা অনুভবের ও আবেগের একটি বিচিত্র ও বাস্তব সত্যের রূপ লইয়া ঝলমল করে। ময়মনসিংহ গীতিকার নায়িকা তাহার অনুরাগের পরিচয় ভাষায়িত করিতে গিয়া প্রেমিক মানুষটিকে বলিয়াছেন: তুমি 'সোনার তরুয়া বন্ধু'। খুকুমণির মুখটিও সোনার মুখ। ছড়া বলিতেছে—সোনামুখে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে। প্রাচীন বিজ্ঞাস্তীন প্রাসাদে একটি সোনার পাখি কথা বলিত। কে জানে, সে কোন্ সোনার, আর কেমন সোনার পাখি। কিন্তু গৃহস্থ মানুষ তাহার আঙিনার কোণের গাছটির দিকে তাকাইয়া এবং হলদে পাখিকে ডাকিতে দেখিয়া বলিবে—ওই তো সোনার পাখি। মনের খনির এই সোনার সব চেয়ে সুন্দর ঝলমল রূপের সত্যটি সুর ধরিয়া গান হইয়া বাজিয়াছে—সো না র বাংলা, তোমায় আমি ভালবাসি।

যৎকিঞ্চিৎ

"রেল-সপ্তাহে"র উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় গত বুধবার রেল-কর্মী ও যাত্রী সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য এলাকা অপেক্ষা পশ্চিম-বঙ্গে রেল-ওয়াগন হইতে অনেক বেশী মাল পাচার হয়, রেল-সম্পত্তি অনেক বেশী চুরি যায়। সম্প্রতি রেলের বৈদ্যুতিক তার-চুরির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় কোন্-দিন শহরতলির কোন্ লাইনে ট্রেন চালু থাকিবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয়। এই সঙ্গে সশস্ত্র রাহাজানির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গিয়াছে যে, ওইসব সমাজবিরোধীর গতিবিধি যাত্রীদের জানা থাকিলেও রেল-কর্তৃপক্ষ হয় জানেন না, নতুবা জানিয়াও চোখ বুজিয়া থাকেন। যাত্রীদের সহযোগিতা ছাড়া ট্রেন যাত্রী ও মালের এবং রেল-সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্ভব নয়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে রেল-কর্তৃপক্ষ যদি যাত্রীদের সহযোগিতা কাজে লাগাইতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে অন্তত কিছু যাত্রীও রেল-বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়

বাংলাদেশ সরকারের সামনে কী কাজ, আমাদেরই বা করণীয় কী।

আলোচনা করেছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার জন্য পাক-সামরিক বাহিনী এখন এক মরণপণ আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহৎ গ্রামাঞ্চল, জেলাশহর, মহকুমা ও অন্যান্য বন্দরগুলিকে হয় চুরমার নয়তো তাদের কুক্ষিগত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য পাকবাহিনী ছড়াতে শুরু করেছে। বর্ষার পূর্বেই তারা একটা স্থায়ী শক্তি হিসেবে বেশ কিছু অঞ্চলে গেড়ে বসতে চায়, পুরো বর্ষা শুরু হলে তাদের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হবে না।

সংগঠিত মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র শক্তি আজ এতটা নয় যে, সর্বত্র শত্রুপক্ষের এই মরীয়া আক্রমণকে তারা রুখতে পারবে। বাংলাদেশের সর্বত্র যে শক্তি আছে, সে হলো তার জনতার প্রতিরোধ শক্তি। জনগণের শক্তি জনযুদ্ধের আকারেই বিকাশিত হতে পারে। জন-সাধারণ হাজার হাজার গ্রামে প্রান্তরে নদীতে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশকে সশস্ত্র করা মানে এই জনসাধারণকে সশস্ত্র করা। সশস্ত্র করা মানে তাঁরা যেভাবে লড়তে পারেন, সেই কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করা, এমন অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যেগুলি তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন, সামান্য শিক্ষা দিলেই। শুধু অস্ত্রেরই কথা নয়, উপযুক্ত সংগঠন চাই। আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, গণবাহিনী, সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থা, খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যথা-সম্ভব সাপ্লাই ব্যবস্থা ও বিলিব্যবস্থা চালু রাখা, পঞ্চম বাহিনীকে জব্দ করে রাখা, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ আছে। তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানও সমৃদ্ধ করা; এ যুদ্ধ কেন, এ যুদ্ধ জয় করার জন্য সর্বাত্মক প্রতিরোধ শক্তি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে সে সম্বন্ধে রাজনীতি-সচেতন কর্মীদের অনবরত জনগণের মধ্যে প্রচার ও সংগঠনের কাজ করা—এসব কাজই এখন প্রধান।

কিন্তু এভাবে সর্বাত্মক জনশক্তিকে সুসংগঠিত করে তুলতে—সারা বাংলা-দেশে, সময়ের প্রয়োজন, এবং যেখানে যতটা জনশক্তি সংগঠিত হয়ে উঠছে তাকে রক্ষা করার জন্য একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। মুক্তিবাহিনীর হাতে যতটা সামরিক শক্তি আছে তার কাজই হলো এই উঠতি জনশক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। আজ যতটা প্রতিরোধ এই মুক্তিবাহিনী মরণপণ করে করছেন, পাকবাহিনীর অগ্রগমনকে রোখার জন্য, তাকে এই জনশক্তির পক্ষে গড়ে উঠবার জন্য রক্ষাছত্র বা 'কাভার' বলেই ধরে নেওয়া উচিত—অর্থাৎ জন-শক্তি যাতে সর্বত্র আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ়-ভাবে দ্রুত গড়ে উঠতে পারে তার জন্য একটা ঢাল হিসেবেই দেখা উচিত।

এর জন্য প্রথম দরকার হলো রাজ-নৈতিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পুনর্গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাদেশে অবশেষে যে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হতে পেরেছে, তাতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটি পূর্ণ হলো। এখন সকল যোদ্ধা ও জনসাধারণ এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করতে পারবেন। বিদেশের লোকেরাও কোথায় কেমন করে সাহায্য করবেন তা বুঝতে পারবেন, এই সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া—সকল রাষ্ট্রের পক্ষে একটা প্রধান কর্তব্য। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের জনগণের আস্থাও চতুর্গুণ বেড়ে যাবে, নিজেদের সরকার ও নিজেদের ওপর বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

*

এই স্বাধীন সরকারের কাছে বিরাট দায়িত্ব উপস্থিত। ই-পি-আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি যেসব সশস্ত্র শক্তি আজ কতকটা বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিরোধ-সংগ্রাম করে চলেছে তাদের সকলকে এক অখণ্ড সামরিক কমানডের মধ্যে সুসংগঠিত করা, মুক্তিফৌজের একটিই হাইকমানড সৃষ্টি করা একটি প্রধান দায়িত্ব। এই হাইকমানডের পক্ষে তখন সর্বাত্মক সংগ্রামের কৌশল ও নীতি (স্ট্রাটেজি অ্যানড ট্যাকটিকস) ঠিক করা সম্ভব হবে। সংগ্রাম কত দীর্ঘ-স্থায়ী হবে, সংগ্রামের কৌশল কী, কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে ইত্যাদি কার্যক্রম ঠিক করা ও তৎপ্রয়োজনে সামরিক সামগ্রী কি ধরনের দরকার তা তখনই ঠিক করা সম্ভব এবং দেশ ও বিদেশ থেকে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চাই তা নির্ধারিত করাও সহজ হবে।

পাক সামরিক বাহিনীর বর্তমান ও আশু লক্ষ্য হলো ভারতের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের জনগণের ও মুক্তিফৌজের সবরকম সাপ্লাইয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। যে সমস্ত বড় রাস্তা উভয় দেশের মধ্যে আছে সেগুলি এবং সে অঞ্চলগুলি বন্ধ করে দেওয়া। মুক্তি ফৌজের কর্তব্য হবে সে পথগুলি মুক্ত রাখা। এবং তা মুক্ত রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। প্রায় তিনহাজার মাইলব্যাপী যে ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ঘেরা, তাকে সর্বত্র বন্ধ করে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলা, আসাম মেঘালয় ও ত্রিপুরার সীমান্ত বরাবর এই দীর্ঘ সীমান্তকে উভয় দেশের জনগণ বাংলাদেশের অফুরন্ত লাইফ-লাইন হিসেবে ব্যবহার করবে। ভিয়েতনামী সংগ্রামী জনগণের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য যে হো-চি-মিন ট্রেইল বা সাপ্লাইপথ আজ সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অপূর্ব শক্তিযোজনার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, যে সাপ্লাই লাইন লক্ষ লক্ষ বোমাতেও নষ্ট করতে পারেনি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দশ বছর ধরেও, সে দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এ জাতীয় সাপ্লাই লাইন অসংখ্য হো-চি-মিন লাইন—জাতীয় সরবরাহ ব্যবস্থা রাখা এখানে কত সহজ। দুই পক্ষেরই লক্ষ্য হলো প্রতিপক্ষের সাপ্লাই লাইন নষ্ট করা। কিন্তু ২ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠীর পক্ষে বাংলাদেশকে পুনর্দখল করার জন্য যে হাজার হাজার মাইল সাপ্লাই লাইন চালু রাখতে হবে তার তুলনায় বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের সাপ্লাই লাইন রক্ষা করা কোন তুলনীয় বিষয়ই নয়। বাংলাদেশের সাপ্লাই-লাইন কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের সংগ্রামী জনতা ও মুক্তি-যোদ্ধাদের নিজেদের মধ্যে সংযোগ ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যবস্থা চালু করা একটি প্রধান কাজ হবে নবগঠিত সরকারের পক্ষে ও সামরিক হাই-কমান্ডের পক্ষে। সংগঠন মানেই প্রথমে সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা এবং এই সংযোগ স্থাপিত হলেই সর্বত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কায়েমি হবে। দেশের মধ্য দিয়ে যে সংযোগ ব্যবস্থা করা সম্ভব তা ছাড়াও সীমান্ত দিয়েও এ সংযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার সুবিধা আছে। অতএব সীমান্ত বরাবর অঞ্চলে তাদের শক্তি ও অধিকার বজায় রাখার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। সীমান্ত বরাবর অঞ্চলগুলির সংগঠন, লোকবল, মনোবল, ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

*

অভ্যন্তরীণ শত্রু নেই একথা মনে করলে ভুল হবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রথমত মাথানীচু করেছিল। পাকবাহিনীর নির্মম আক্রমণের মুখে জনগণের মধ্যে যদি হতাশা ছড়িয়ে পড়ে, তবে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পাকবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে অগ্রসর হতে পারে। অতএব জনসাধারণের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার—এই সব সম্ভাব্য সমাজদ্রোহী দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীর বীজগুলির উপর। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করেও ভারতের সমর্থনের ক্ষেত্র বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই পঞ্চম বাহিনী ও গৃহশত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা পাকাপাকিভাবে করা চাই।

যদিও ভারতে সর্বত্রই এই মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য সহানুভূতি বর্তমান, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সংশয় ও সন্দেহ এবং এমন কি বিরূপ মনোভাবও আছে। বাংলাদেশের মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ও আদর্শ কী তা বোঝাবার জন্য বাংলাদেশের কিছু কিছু প্রতিনিধিকে এদেশে ঘোরানো দরকার। ইয়োরোপ আমেরিকা আফ্রো এশিয়া দেশ ও সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিতে তাদের দূত পাঠানো দরকার—সেখানকার জনমত অনুকূলে আনার জন্য ও তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য। যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ওখানে সংগঠিত করা হয়েছে তার চিত্র সেখানে তুলে ধরা দরকার। বুলেটিন, প্রচারপত্র, পত্রিকা, বই ইত্যাদি বহুলভাবে হওয়া দরকার।

বাংলা দেশের জনমনকে সুদৃঢ় ও উত্তরোত্তর শক্তিমান করতে হলে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে, এ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের সংগ্রামে পরিণত করতে হবে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পরিকল্পিত উপায়ে বিকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গেরিলা বাহিনীতে বাংলা দেশের গ্রাম প্রান্তর নদী পর্বত, সর্বত্র ছাইয়ে দিতে হবে, শত্রুপক্ষকে পিছন থেকে অনবরত ব্যতিব্যস্ত ও পর্যুদস্ত করতে হবে। এ সংগ্রাম পাক-সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষ এক আঘাতে শেষ করে দেবার সংগ্রাম নয়। পাক বাহিনী অবশ্যই আধুনিক সমর-সম্ভারে সুসজ্জিত, তার শক্তিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু তার দুর্বলতা কোথায়, তাও বুঝিয়ে দিতে হবে। তার প্রধান দুর্বলতা বাংলা দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তার কোন সত্যিকার সংযোগ নেই। একটা বিদেশকে পদানত ও পরাস্ত করা ও অধিকার করার দুরূহ এবং দুঃসাধ্য এবং অসাধ্য এক কাজ হাতে নিয়েছে এই নয়া-সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহিয়ারা—যে কাজ করতে আজ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, এমন কি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও সাহস করতে পারে না। ইয়াহিয়াদের পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু একুশি পাক বাহিনীকে তুড়ে দিতে পারছে না বলে বাংলা দেশের জন-সাধারণ অসহায় বোধ করবে কেন? বাংলা দেশের জনসাধারণ তো এজাতীয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই ছিল না, তারা তো নিজেরা কোন যুদ্ধ লাগায

বিশেষ সামরিক আদালতে
আওয়ামীলীগনেতাদের বিচার করবেন না

ইয়াহিয়ার প্রতি আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশন

জেনিভা, ১৫ এপ্রিল—আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশনের পক্ষ থেকে পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ-কে বলা হয়েছে, বিশেষ সামরিক আদালতে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার করবেন না। অসামরিক সাধারণ আদালতে তাঁদের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কমিশনের সেকরেটারি-জেনারেল শ্রীনিয়াল ম্যাকডারমট পাক-প্রেসিডেনটকে পাঠানো এক তারবার্তায় ওই কথা বলেছেন। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ বিশেষ সামরিক আদালতে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমিশন তার নিন্দা করেছেন। বলেছেন, "আমরা আবেদন করছি আওয়ামী লীগ নেতাদের অসামরিক সাধারণ আদালতে বিচার করা হোক। তাতেই আন্তর্জাতিক অভিমত ও আইনের শাসনের প্রতি মর্যাদা দেওয়া হবে।"

এই তারবার্তায় আরও বলা হয়েছে, সামরিক আদালতে বিচার করা হলে রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বিরুদ্ধবাদী অভিযুক্তদের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে।

তারবার্তায় আরও বলা হয়েছে, "যদি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা পাক-আইনের চোখে কোন অপরাধ করে থাকেন, তাহলে তাঁদেরকে অসামরিক সাধারণ আদালতে বিচারার্থে হাজির না করানোর কোন সঙ্গত কারণ নেই।

—রয়টার

'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দিন
—বাজপেয়ী

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার শহীদ মিনার ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশ থেকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী 'স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে' স্বীকৃতিদান এবং তারা চাইলে প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ দানের জন্য ভারত সরকারর কাছে দাবি জানান।

তবে শ্রীবাজপেয়ী এখন বাংলা দেশে ভারত থেকে সামরিক অভিযান চালনার কথা যাঁরা বলেন তাদের বিরোধী।

জনসঙ্ঘ নেতা মনে করেন, সমরাস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারেও এখনকার রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়। বাংলা, বিহার, আসাম এবং ত্রিপুরা সরকার মিলিতভাবে বাংলা দেশের বিপন্ন মানুষ এবং বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের রিলিফের কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে পারেন। ল

দিল্লিতে গঠিত সর্বদলীয় কমিটিতে জনসঙ্ঘকে না নেওয়ার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সভাপতি শ্রীহরিপদ ভারতী তাঁর ভাষণে স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দ্বিধার অভিযোগ করে বলেন, পূর্ব বাংলার উপর ইয়াহিয়ার এই সামরিক অভিযানকে প্রশ্রয় দিলে একদা এই বাংলাও বিপন্ন হতে পারে।

যাদুকর জুনিয়ার পি সি সরকারের সম্মান

জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময় সংস্থা 'এইচ কে সি' যাদুকর প্রদীপচন্দ্র সরকার ওরফে জুনিয়র পি সি সরকারকে 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর' বলে অভিহিত করেছেন। পি টি আই জানান, জাপানে তাঁর দ্বিশততম ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী চলাকালে তাঁকে ওই সম্মান জানানো হয়। পি টি আই ওইখবর দিয়েছে।

সিংহলে উত্তর কোরিয়া দূতাবাস বন্ধের নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

সরকার আজ বন্দী সন্ত্রাসবাদীদের স্বীকারোক্তি পরীক্ষা করে দেখছেন; যদি ষড়যন্ত্রের কোন হদিশ পাওয়া যায়।

সিংহল বেতার আজ দুজন তরুণ সন্ত্রাসবাদীর টেপরেকরড করা স্বীকারোক্তি প্রচার করেন। তারা বলেছে যে, গত ৫ এপ্রিল রাত্রে শ্রীমতী বন্দরনায়ককে খুন করা এবং তাঁর কলম্বোর বাসভবনটি উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

এদিকে সশস্ত্র বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, সমগ্র পরিস্থিতি সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশের আয়ত্তে। তবু সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সাফ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। বহু সশস্ত্র বিদ্রোহী এখনও অনেক এলাকায় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এখন ছোট খাট অপরাধীদের জেলখানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ বন্দী বিদ্রোহী রাখার স্থানাভাব হতে পারে।

সরকার রাত্রিকালীন কারফুও শিথিল করেছেন।

—এ এফ পি, এ পি ও পি টি আই

সিংহল-সমুদ্রে প্রহরাকার্যে ভারতীয় জাহাজ

কলম্বো, ১৫ এপ্রিল—সিংহল সরকারের অনুরোধে ভারতীয় নৌবহরের পাঁচটি জাহাজ এখন সিংহল সমুদ্রে পাহারা দিচ্ছে। বিদ্রোহ দমনে জনগণ ও সরকারী সেনাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা ও তাদের উৎসাহিত করার জন্যই সিংহল সরকার ভারতের কাছে এই সাহায্য চেয়েছেন। এছাড়া সমুদ্রপথে বিদ্রোহীদের কাছে যাতে কোন রকম অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছতে না পারে তার জন্যও এই পাহারার ব্যবস্থা।

সিংহল থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে, এই আশংকায় কলম্বোস্থিত উত্তর কোরিয়া দূতাবাসের সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

ভারত সরকার ভারতে তৈরি কয়েকটি হেলিকপটার সিংহলকে দিয়েছে। সেগুলি চালানোর জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলটদেরও পাঠানো হয়েছে। পাইলটরা বিদ্রোহ দমনে অংশ নেবেন না তাঁরা উদ্ধার, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক কাজে নিযুক্ত হবেন। —পি টি আই

বিষ্টুপুরে একটি কালভারটের নিকট মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামশেদপুর, ১৫ এপ্রিল—গতকাল সকালে এখানে বিষ্টুপুর অঞ্চলে একটি কালভারটের নিকট এক ব্যক্তির (৫০) মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহের পাশে টিফিনের বাক্স ও সাইকেল পড়ে ছিল। পুলিশ এটিকে দুর্ঘটনা বলে মনে করছে।

বৃহস্পতিবার ময়দানে এক সমাবেশ থেকে জনসংঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী স্বাধীন বাঙলা দেশকে স্বীকৃতি ও সামরিক সাহায্য দানের দাবি জানাচ্ছেন। —নিজস্ব-চিত্র

পাক ফৌজের ব্যাপক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ

কমলাসাগর (কুমিল্লা), ১৫ এপ্রিল—টাকা-পয়সা, সোনাদানা ও খাদ্যশস্য লুঠ এবং ব্যাপক অগ্নিসংযোগে এখন বাংলা দেশে পাক ফৌজের একটি প্রাত্যহিক কাজে দাঁড়িয়েছে। ভারত সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম কসবা। আজ এই গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ করা হয়।

কমলাসাগরে একটা বড় পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে একদল সাংবাদিক কসবা গ্রামের ধ্বংস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। এই পুকুরটিই কসবা ও কমলাসাগরকে আলাদা করেছে।

কমলাসাগরে সাংবাদিকরা একঘণ্টাকাল অবস্থানকালে কসবা থেকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া উঠতে দেখেছেন। এই গ্রামের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ৮ হাজার তার মধ্যে ৬ হাজারই ভারতে চলে গিয়েছে।

বহু মানুষকে আগুনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে।

কসবার ইসলামবাজার ও পুরাতন বাজারে একটি থানা, একটি গোলা, একটি বিরাট ওষুধের দোকান একেবারে পুড়ে ছাই।

আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশায় যে সব মানুষ ভারতের দিকে এসেছে তারা এত ভয়ার্ত ও উত্তেজিত যে, তারা কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। একজন মধ্যবয়স্ক উদ্বাস্তু কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন : আমি কি বলব? আপনারা দেখতে পারছেন না আমার বাড়ি পুড়ছে। আমি আমার যথাসর্বস্ব বাড়িতে ফেলে এসেছি।

ময়নামতি ফৌজী ছাউনি থেকে গতকাল ৪৫টি ট্রাক নিয়ে পাক ফৌজের যে কনভয়টি বের হয়, তার থেকে হাজার খানেক সৈন্যকে কসবার লুঠতরাজ ও আগুন লাগানোর কাজ করার জন্য নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাক সৈন্যরা গ্রামের মধ্যে ঢুকেই মানুষকে ভীতসংকিত করে তোলার জন্য বেপরোয়া মেসিনগান চালায়। পাক সেনারা এখানে প্রাক্তন মুসলিম লিগ শ্রীতাফজ্জল আলির বাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং সমস্ত লুঠপাটের জিনিষ এখানে জমা রাখা হচ্ছে। কমলাসাগর থেকে এসবের অনেক কিছুই খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। —পি টি আই

জীবনরক্ষা

আগরতলা, ১৫ এপ্রিল—কসবা শহরে ৫২ জনের একটি বৃহৎ হিন্দু পরিবার তাদের বাঙালী মুসলমান বন্ধুদের জন্য পাক ফৌজের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। আজ কমলাসাগর উদ্বাস্তু-শিবিরে আগত কসবার ব্যবসায়ী শ্রীদেবনাথ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন : আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে আগে ভাগে সাবধান করে দেন, বলেন 'শহর ছেড়ে যান, নয়ত আক্রান্ত হবেন।' ঠিক তাই, ওরা শহর ছাড়ার পরই পাক ফৌজ শহরে ঢুকে অত্যাচার চালায়। —ইউ এন আই

খুনখারাপির সঙ্গে সি পি এম'কে জড়াবার অপচেষ্টা চলছে
—জ্যোতি বসু

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীজ্যোতি বসু এম এল এ বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতিতে জানান, বর্তমানে রাজ্যের নানা জায়গায় যে খুন হচ্ছে সে ব্যাপারে সি পি এমকে জড়িয়ে ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ একটা দুরভিসন্ধিমূলক অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রীবসু বলেন, সি পি এম সব সময়ই এরকম ব্যক্তিগত খুন খারাপির নিন্দা করে। এবং সি পি এম মনে করে এইসব খুন খারাপির জন্য পুলিশ ও প্রশাসনই দায়ী।

শ্রীবসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ তাদের পারটির বিরুদ্ধে সমস্ত ঘৃণ্য অপপ্রচারকেই উপেক্ষা করে এই দলকে বৃহত্তম দল দাঁড় করিয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই দুরভিসন্ধিমূলক অপচেষ্টাকেও প্রতিহত করে। জনগণ অবশ্য ধরতে পেরেছে যে, এটা রাজ্যের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবির আন্দোলনকে খতম করার জন্যই বৃহত্তম দলের বিরুদ্ধে এইরকম সুপরিকল্পিত আক্রমণ।

নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য মৈত্রেয়ী বসুর অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোকসভা আসনের জন্য দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে পরাজিত হওয়ার জন্য শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও নব কংগ্রেস হাই কম্যানডের সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দায়ী করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক চিঠিতে শ্রীমতী বসু বলেন, তিনি নব কংগ্রেসের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী ছিলেন। তিনি দলের বিধানসভা প্রার্থীদের সহযোগিতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেই নির্বাচন লড়েন। কিন্তু দার্জিলিং জেলাতে বাংলা ও শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে তাঁকে এই সমর্থন দেওয়া হয়নি।

শ্রীমতী বসু অভিযোগ করেন, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা সারা ফেব্রুয়ারি মাস ধরে এবং ভোটের দিন পর্যন্ত প্রচার করতে থাকেন যে, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শ্রীমতী বসুর ক্ষেত্রে "বিবেক অনুযায়ী" ভোট দিতে তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীরায় এই প্রচারের বিষয় ভালভাবে জেনেও তা থামাবার কোন চেষ্টা করেননি।

শ্রীমতী বসু তাঁর এই চিঠির নকল পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (নব) প্রতন সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এন বহুগুণা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখারজির নিকটও পাঠিয়েছেন।

পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কারের দাবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী - সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবী সমিতি'র অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

"এই সভা গণতন্ত্র ও মানবিক মর্যাদায় বিশ্বাসী প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাচ্ছে : আপনারা প্রতিবাদ করুন, হস্তক্ষেপ করুন, পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী কর্তৃপক্ষকে সংযত হতে বাধ্য করুন। ইসলামাবাদ সাত দিনের মধ্যে আপনাদের আহ্বানে সাড়া না দিলে আপনারা পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিন : পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।"

প্রস্তাবে "পৃথিবীর মহান তীর্থক্ষেত্র শিলাইদহের কুঠিবাড়ি" সহ "বাংলাদেশ-এর স্বারন্বত-সাধনার প্রতিটি কেন্দ্র" ও লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের ওপর পাক-হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানানো হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা আগামী মঙ্গলবার ২০ এপ্রিল বিকাল পাঁচটায় টাউন বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে গড়ের মাঠের পুকুর পাড়ে সমবেত হবেন এবং তারপর নীরবে শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসে যাবেন। সবি জানাবেন : বাংলাদেশ-এ পাক ফৌজের গণহত্যা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এবার ভোটদাতারা পরিচয়লিপি পাবেন

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—এই বছরের অকটোবর মাসের মধ্যেই প্রায় ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটদাতা পরিচয়লিপি পাবেন। ভারতের নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথা এইবারই প্রথম চালু হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন ১০টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদাতাদের তালিকা ব্যাপকভাবে সংশোধনের আদেশ দিয়েছেন। এই রাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে বিধানসভার নির্বাচন হবে।

বাকি ৮টি রাজ্য ও ৫টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে যখন ব্যাপকভাবে ভোটার তালিকার সংশোধন করা হবে তখনই বাকি ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ভোটার তাঁদের পরিচয়লিপি পাবেন।

—ইউ এন আই

নিউ ইয়র্ক টাইমস

পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয়ে মার্কিন সরকারের সমালোচনা

নিউ ইয়রক, ১৫ এপ্রিল—নিউ ইয়রক টাইমস পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রয় করার জন্য আজ মার্কিন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে।

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়েছে, এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় চলতে থাকলে ইসলামাবাদে জঙ্গী শাসনের পাশে চীনের সঙ্গে আমেরিকারও স্থান হবে এবং কার্যত পাকিস্তানের বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞে তারও অংশীদারের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য জাহাজ পাঠানো বন্ধ করার প্রতিবাদে সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে, নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে কোন অবস্থাতেই মানবিক সাহায্য দান বন্ধ রাখা চলে না। —এ এফ পি

পররাষ্ট্র দফতরের অস্বীকৃতি

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল—মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর আজ জানিয়েছেন যে, গত মাসে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কোন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয় নি।

পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র শ্রীরবার্ট ম্যাকলসকি জানান যে, ভবিষ্যতে অস্ত্র বিক্রয়ের প্রশ্নটি 'পরিস্থিতি' বুঝে বিবেচনা করা হবে।

শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্র থেকে বাড়তি খাদ্য পেতে অসুবিধা হবে না

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্র থেকে বাড়তি খাদ্য পেতে অসুবিধা হবে না।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদের সঙ্গে রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী শ্রীসত্যেন রায় এবং অন্যান্যের আলোচনায় এরকম আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। বাড়তি চালের দাবি নিয়ে শ্রীরায় সম্প্রতি দমদম বিমান বন্দরে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শ্রীরায় বৃহস্পতিবার বলেন, বাড়তি চাল না হলেও অন্যান্য খাদ্যশস্য কেন্দ্রের কাছে পাওয়া যাবে আলোচনায় তিনি ওই রকম আভাসই পেয়েছেন।

শনিবার দিল্লিতে খাদ্য সম্মেলন হচ্ছে। সেই সুযোগে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর কাছে এই বাড়তি চালের জন্য রাজ্যের বক্তব্য পেশ করবেন।

অজয়বাবু-ত্রিগুণা সেন বৈঠক

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলা দেশের শরণার্থীদের সাহায্যের বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখারজি এবং ডঃ ত্রিগুণা সেনের মধ্যে দীর্ঘকাল একান্তে আলোচনা হয়। ছুটির দিনের মহাকরণ তখন ফাঁকা। অন্য সব ঘরে তালা। শুধু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

প্রকাশ, ডঃ সেন দিল্লির কেন্দ্রীয় সহায়ক সমিতির শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। সে চিঠিটি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দেন। এবং তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। ওই চিঠিতে শ্রীমতী নাইডু বাংলা দেশের শরণার্থীদের সাহায্যে বেসরকারী উদ্যোগের উপর জোর দেন বলে জানা যায়।

বৈঠক শেষে বিকাল পৌনে ছটায় মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, রিলিফের ব্যাপারে সাধারণভাবে ডঃ সেনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

এপার বাংলায় রক্তাক্ত রাজনীতি বন্ধ হোক

নববর্ষে উপমুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার বৃহস্পতিবার বাংলা নববর্ষ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে এই রাজ্যের রক্তাক্ত রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাতে জনজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারে বলীয়ান হয়ে ওঠে ও তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণ হয়, সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানান।

নববর্ষ বরণের শুভ মুহূর্তে শ্রীনাহার 'বাংলা দেশের ভাইবোনদের গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়ে বাংলা মাকে ভালবাসার চরম মূল্য দিয়ে যাঁরা আত্মদান করেছেন তাঁদের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবরের নেতৃত্বে ওপার বাংলার গণতন্ত্রী সংগ্রামী ভাইদের রক্তদান বৃথা যাবে না। তিনি বলেন, অসত্যের বিরুদ্ধে জুলুমের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার নির্ভীক ভাইদের সঙ্গে আমরাও আছি —এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই।

শ্রীনাহার তাঁর ভাষণে বলেন, এই রাজ্যের জনসাধারণ রায় দিয়েছেন হত্যা খুন, জখম, আতঙ্ক ও বিভেদকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং শান্তি, প্রগতি, অহিংসা, প্রেম ও ভীতিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তারই ফলশ্রুতি পশ্চিম বাংলায় বর্তমান জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার।

তিনি বলেন, আজ ওপার বাংলায় চলছে এক নৃশংস গণহত্যা। জেনে শুনে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দাঁড় করিয়ে গুলি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কামান দাগিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। জঙ্গীশাহী শিক্ষক ও ছাত্রদের বেছে বেছে নৃশংসভাবে হত্যা করছে।

এই চরম হত্যাকাণ্ড যাতে অবিলম্বে বন্ধ হয় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে ভারতের প্রতিটি মানুষকে এবং জাগ্রত করতে হবে বিশ্বের জনমতকে।

আজকে বাংলা দেশের গরীব নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী মানুষ যে সাহস ও শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিচ্ছেন তার প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই শক্তিশালী বিপ্লবের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বাংলা দেশের জয় হোক, বাংলা দেশের মানুষ বেঁচে উঠুক, নতুন সমাজ তৈরি হোক এই প্রার্থনা জানাই।

পাকিস্তানী তোপের মুখে / উত্তর রণাঙ্গনে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঠাকুর গাঁ (সৈয়দপুরের কাছে) ১৫ এপ্রিল—আজ দুপুরে ঠাকুর গাঁ ঢোকার সময় আমি ও আমার সঙ্গী ফটোগ্রাফার শ্রীতারাপদ ব্যানারজি পাক ফৌজের গোলাগুলির মুখে পড়ে যাই।

জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেতা শ্রীশম্ভু মুখারজি আমাদের নিয়ে নিজেই জীপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাঁচগড় থেকেই জীপের আগে আগে মুক্তি ফৌজের একটি গাড়ি যাচ্ছিল। পাঁচগড় ভারতীয় সীমান্তের চাউগহাটি থেকে ১০ মাইল। সেখান থেকে ঠাকুর গাঁ আরও ২০ মাইল ভিতরে।

গোলাগুলি এড়িয়ে চলার জন্য শ্রীমুখারজি চট করে জীপটি থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি ফৌজের গাড়িটিও থামলো। হঠাৎ গাড়ির সামনের দিকে কয়েকটি বুলেট এসে লাগলো. মুক্তি ফৌজও তাদের গাড়িতে থেকেই স্টেনগান ও রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। তারপর যে বাড়ির পিছন থেকে গুলি আসছিল দেখা গেল সব চুপচাপ।

ঠাকুর গাঁ মুক্তি ফৌজের দখলে। মুক্তি ফৌজ দশ মাইলের কাছে পাক ফৌজের মোকাবিলার জন্য শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। আজ ওই দশ মাইলে দু পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। পাঁচগড় কনটরোল রুমে মুক্তি ফৌজের এক অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, ওই দশ মাইলের গুরুত্ব ভীষণ। এটি হাতছাড়া হলে দিনাজপুর সহ সারা উত্তরবঙ্গে হানাদাররা ঢুকে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। ঠিক এই জন্যেই মুক্তি ফৌজ ঠাকুর গাঁ বিমান ক্ষেত্রটি নষ্ট করে দিয়েছে। তা না হলে হানাদাররা বিমানে অন্য জায়গা থেকে তাদের রসদ ও সমর সম্ভার ঠাকুর গাঁয় নামাতে পারতো।

অনুমতি না নিয়ে রাস্তায় চাঁদা তোলার অভিযোগে সতর্কীকরণ

স্টাফ রিপোরটার

পুলিশ কমিশনারের অনুমতি না নিয়ে রাস্তায় চাঁদা তোলার অভিযোগে বৃহস্পতিবার দুটি যুবককে বেলেঘাটা থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য পরে তাদের 'ওয়ারনিং' দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। থানা পুলিশের মুখপাত্র জানান চাঁদা তোলার কোন অনুমতিপত্র সংগ্রাহকরা দেখাতে পারেননি।

কলকাতা করপোরেশন-এর কাউনসিলার শ্রীপ্রশান্ত চ্যাটারজি এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, এদিন বেলেঘাটার ফুলবাগান এলাকায় বাংলাদেশ সহায়তা ও সাহায্য কমিটি, বি পি এস এফ এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে যখন চাঁদা তোলা হচ্ছিল তখন পুলিশ এসে দুইজন যুবককে থানায় ধরে নিয়ে যায়।

শ্রীচ্যাটারজি জানান, অর্থ সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে ওই কমিটি ইতিমধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। এই অনুমতি "দেওয়া না দেওয়া তাদের ব্যাপার।"

সাবধান, শত্রু দেশের ভিতরে

শিলং, ১৫ এপ্রিল—স্বাধীন বাংলার বেতার বলেছেন, সাবধান, দেশের মধ্যেই শত্রু।

হতমান মুসলিম লীগের সদস্যরা হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে প্রচুর খবর আসছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র জনসাধারণের উদ্দেশে নতুন নির্দেশ প্রচার করেছেন।

নির্দেশ, অবাঙালী অসামরিক লোকজন এবং হানাদার থেকে সাবধান। এই ধরনের লোকজনকে খুঁজে বার করুন—এই যুদ্ধ কেন তা বোঝাবার চেষ্টা করুন। যদি তারা কথা কানে না নেয়, উচিত শাস্তি দিন।

জলযানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের উদ্দেশে এক নির্দেশে বলা হয়েছে : পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। জলযান কর্মীদের মুক্ত অঞ্চলে এসে মুক্তিফৌজের সঙ্গে হাত মেলাতে বলা হয়েছে।

সকল শহর, বাজার ও গ্রামে অসামরিক প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উপযুক্ত ট্রেনিং ও নির্দেশ দিন। এই বাহিনীগুলিকে এমনভাবে তৈরি করুন যাতে মুক্তি ফৌজের প্রয়োজনে তারা এই যুদ্ধে সরাসরি নেমে পড়তে পারে।

স্বাধীন বাংলা বেতার বলেছেন, মনে রাখবেন আমাদের এই সংগ্রাম স্বাধীনতা ন্যায় বিচার ও সত্যের জন্য। আল্লা বলেছেন, আগামী দিন অতীতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংগ্রাম ভবিষ্যতের জন্য। সে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। আমাদের সঙ্গে আছেন আল্লাহ, জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ **দেশ** বিশেষ সংখ্যা

৩৮ বর্ষ, সংখ্যা ২৪

॥ কবিতা ॥

এক নবদম্পতির উদ্দেশে—চট্টগ্রামে : বুদ্ধদেব বসু

পুত্রহারা : জসীমউদ্দীন

দুঃসময়ে মুখোমুখি : শামসুর রহমান

॥ বিশেষ রচনা ॥

আমি তোমায় ভালোবাসি : আবু সয়ীদ আইয়ুব

"...লক্ষ মানুষ যখন দেবতার অভিজ্ঞান নিয়ে আসেন আমাদের মাঝখানে তখন আমরাও মানুষ হয়ে উঠবার প্রেরণা পাই। জন্মসূত্রে কেউ আর মানুষ হয় না, দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুই হয়। অনেক তপস্যায় মানুষকে মানুষ হতে হয়। সেই তপস্যার মন্ত্র দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান।"

বাংলা দেশের কবিতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"আমি আমার জন্ম-মৃত্তিকার মুখচ্ছবিকে আবার নতুন করে দেখতে চেয়েছিলুম, এবং তারই জন্যে হাত বাড়িয়েছিলুম পূর্ব-বাংলার এই কবি-সমাজের দিকে। কিন্তু এখন দেখছি নিতান্ত কিছু ছবিই আমার হাতে তাঁরা তুলে দেননি; তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্র ওই কবিতাবলীর মাধ্যমে তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।"

এই সংগ্রাম অনিবার্য ছিল : অমিতাভ চৌধুরী

"সারা পূর্ববঙ্গে যে নতুন চেতনা, নতুন জাতীয়তা তার মূলে রয়েছে 'বা

অন্যান্য চিত্রগৃহে

বীনা তপনিয়ঃ ৭৬ ৮।
প্রত্যহ—১২, ৩,
আঁসু আউর মুস্কান

রাধাশ্রী (বাতানুকূলিত) দমদম ৫৭-৩৩০৩
১॥, ৪॥, ৭॥টা
আঁসু আউর মুস্কান

অতীন্দ্র বাতানুকূল, বারাকপুর
বারাকপুর—৩৪০
প্রত্যহ ১॥, ৪৫, ৮
আঁসু আউর মুস্কান

অলোকা বেহালা ৭৫-৯০১২
১, ৪, ৭
জননী (শমিত - জয়া)

অলকা ৬৭-২০২৭
শিবপুর
১॥, ৪॥, ৭॥
জননী (শমিত - জয়া)

নারায়ণী তাপনিয়ঃ
৫৬-৩৩৩৮
১॥, ৪॥, ৭॥টা
আঁসু আউর মুস্কান

পার্বতী গাড়ী ৬৫ ২৮১৯
১২॥, ৩॥, ৬॥
অবাক পৃথিবী

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬
১২, ৩, ৬
গ্যাম্বলার

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০
১২, ৩, ৬
সোনা বৌদি (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬
১॥, ৪॥, ৭॥
হাসিনো-কা-দেবতা

শ্যামলী ৬৩-১০৫৮
১, ৪, ৭টায়
এন্টনী ফিরিঙ্গী

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১৯৭
১॥, ৪॥, ৬৫
জননী

জয়া ৫৭-৩১৩৬ বাতানুকূল
১, ৪, ৭
আনন্দ (২য় সপ্তাহ)

জেম অদ্য হইতে রবিবার পর্যন্ত
প্রত্যহ ১১॥, ২॥, ৫॥, ৮॥
আঁসু আউর মুস্কান

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩১৭
১, ৪, ৭টা
শশুরবাড়ি

বিনোদিনী বাঙ্গইআটি
১, ৫
মেরা নাম জোকার (রঙীন)

পূরবী ৪৬-২৩৩২
২, ৪॥, ৭॥টা
দি ট্রেন (হিন্দি)

১৬ এবং শেষ সপ্তাহ
রাজ কাপুরের
মেরা নাম জোকার
টেকনিকলার

লোটাস (তাপনিয়ঃ) ৯ ও ৫॥
আগামী শুক্রবার থেকেঃ
জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (তাপনিয়ঃ)
আজ : নতুন প্রদর্শনী
হিন্দীতে : বেলা ১২-৩০, ২-৪৫ ও বিকাল ৫-২৫টা
বাংলায় : বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৪টা
ইংরাজীতে : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

ইরে মো মহব্বৎ হ্যায়
ইরে উনকা হ্যায় কাম...
তারে মেহবুব কা মো
বাস লেতে হুয়ে নাম...
মন্ত্র মায়ে মিট মায়ে
হো মায়ে বদনাম...
সুললিত সংগীতের সুরঝঙ্কার
মনোরম পারিবারিক মেলোড্রামা
সুচিত্রা ফিল্মস্ এর
কাটী পতঙ্গ
তরুণ কুমার • রাজেশ খান্না

রক্সি ঃ মেনকা
২-৩০, ৫-৪৫, ৯ ২, ৫, ৮
(উভয় প্রেক্ষাগৃহ তাপনিয়ন্ত্রিত)
রূপালী (চুঁচুড়া) — ১, ৪, ৭)
কল্পনা (ভুবনেশ্বর) — লক্ষ্মী (পুরী)
বসন্ত ও গোশালা (জামসেদপুর)
বিজয় (মুরোর) — ওয়েলফেয়ার (রাঁচী)
হরদত্ত (গোহাটী) - ডিমলাণ্ড (শিলং)
অশোক (বাতানুকূল, পাটনা) ও অন্যান্য

ষ্টার থিয়েটার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক
সীমা
কাল : ৬টায় * পরশু : ২॥ ও ৬টায়
—ভূমিকালিপি পরবর্তে—

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২
কাল ও পরশু ২॥ ও ৬টায়
খাঁটি বাংলা নাটক!
বাংলাদেশের নাটক!
বাঙালীর নাটক!
কোথায় পাবো তারে
নাট্যরূপ ও পরিচালনা/রামরিহারী সরকার
কাহিনী/কালকূট (সমরেশ বসু)
শ্রেষ্ঠাংশে—জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ, নির্মল, মনু, সুবাংশু এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
কাল : ৬টায়
পরশু : ২॥ ও ৬টায়
শেষ ৭টি অভিনয়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
• পরবর্তী নতুন নাটকের মহলা চলছে •

কাল সন্ধ্যা ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
শতাব্দীর ॥ বাদল সরকারের
সুরঙ্গের কথা
টিকিট ২, ২, ৩, কাল ৯টা থেকে হলে
আজ দেবী পুস্তকালয় (হেদুয়া মোড়)

দি লাইটহাউস
প্রত্যহ ৩, ৬টা ও ৮-৪৫ মিঃ
আজ সকাল ১০-৩০টায় (হাফ হলো) (A)
"একটি স্বাস্থ্যকর উত্তেজনা!"—টাইম
CROSS FIRE IN CARACAS

৩৭শ ও শেষ সপ্তাহ!
উত্তম-অপর্ণার শ্রেষ্ঠ অভিনয়-ধন্য
যান্ত্রিক পরিচালিত
এখানে পিঞ্জর
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
নিউ সিনেমা (ব্যারাকপুর, ২য়) — গৌরী (উত্তরপাড়া) — বর্ধমান সিনেমা — শ্রীমতী বিদান — কল্পনা (বহরমপুর, ২য়)
চিত্রবাণী (আড়ারহাট) - অমর (আলিপুরদুয়ার, ২য়) - রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) - নিউ সিনেমা (কোচবিহার, ২য়) - প্রাচী (হাঁচী)

ক্রাউন প্রত্যহ ২॥, ৫৫, ৯টা
২১শ জনপ্রিয় সপ্তাহ!
একটি সম্পূর্ণ নতুন গানের সঙ্গে দেখুনঃ
"সুজো দিল মায় বাসায়ী থা
তুম উস্‌কো ভুলা দেনা"
রামানন্দ সাগরের
গীত
তৎসহ অতিরিক্ত আকর্ষণ : "জয় বাংলা"

সম্মিলিত ১৭ সপ্তাহ!
সপরিবারে দেখার মত ছবি
তনুজা
বরুণ
বিশ্বজিৎ
অভিনীত
শচীন দেব বর্মণ
সুরজোগিত
কানন-রজনী
চেতালী
শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬) (২, ৫, ৮) (৩, ৬ ৮৫)
গীতশ্রী (রাজারহাট) - শৈলবালা (কাঁকিনাড়া)
চিত্রাণী (সোদপুর) - শ্রীদুর্গা (গাড়াবন্দর)
মদন টকী (কাঁচরাপাড়া)

রবিবার ৬টায়
একাডেমি অব ফাইন আর্টসে
বহুরূপীর নতুন নাটক
পাগলা ঘোড়া
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলোটিকেট ২—৭টা

চলুন যাই
ফিরপোর মহারাজায়
মহারাজা স্পেশাল চিকেন টাঃ ৪।৫০
মহারাজা স্পেশাল প্রন টাঃ ৪।৫০
তন্দুরি বেকটি টাঃ ৩।৫০
মহারাজা কুলপি টাঃ ২।৫০

সন্তান নিয়ে বিরোধের মধ্যে জন্ম নিল নতুন ভালবাসা
বিজয় কুমার পরিচালিত
উত্তম-সুচিত্রার নবরাগ
প্রত্যহ : ৩টা - ৬টা - ৮-৩০টা
মিনার : বিজলী : ছায়াঘর
আমরণ (২) - ছায়াবাণী (২) - চণ্ডীদাস বিচিত্রা - শিবানী নিউ সিনেমা - শ্রীরূপা রূপশ্রী - বীরভূম - মায়া - কালানী চিত্রবাণী - রবীন্দ্র - কমল - রূপবাণী রেণুকা

দৃষ্টিগৌরবে ২য় সপ্তাহ!
ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্প-সৌন্দর্যের বহু উর্ধ্বে স্থান নিয়েছেন প্রতিটি চিত্ররসিক এবং সূক্ষ্ম চিত্র-সমালোচক!
The Animal Train of Dimensions in music
বেলা প্রাণ বহুরূপের চিত্র
চেতনা
এ্যালিট প্রত্যহ ৩, ৬, ৯

সর্বজন উপভোগ্য ৪র্থ সপ্তাহ!
কারো মতে গুরু ছবি
অনেকের মতে সর্বজন উপভোগ্য
আপনার মতে ঐশ্বর্য ভরা
নিউ থিয়েটার্স-এর
লাল কেল্লা
বসুশ্রী • বীণা • মিত্রা
(৩, ৬, ৮৫) (২॥, ৫, ৭॥) (২, ৫, ৭॥)
সুচিত্রা (৪র্থ) শ্যামশ্রী (৪র্থ) শ্রীমা (৪র্থ) শ্রীরামপুর টকীজ (৪র্থ) নৈহাটী সিনেমা (৪র্থ) নিউ তরুণ (৩য়) ইন্দ্রধনু (৩য়) শ্রীদুর্গা (৩য়) কৈরী (৩য়) রূপছায়া (বেড়াচাঁপা) অরুণ (রাণীগঞ্জ)
আজ থেকে—পরী (মোটরবুরুজ)
ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) চিত্রা (আসানসোল)

—৪র্থ সপ্তাহের সগর্ব অভিযান—
আশা পারেখ আর রাজেশ খান্না
পুষ্পিত যৌবনে ঝঞ্ঝাল!
আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস - ম্যাজেস্টিক
(২, ৫-৩০, ৮-৪৫) (২-৩০, ৫-৪৫, ৯)
উজ্জ্বলা (কেবল বেলা ১১-৪৫টার প্রদর্শনী)
প্রভাত (২॥, ৫৭, ৯) — খাম্না (২॥, ৪৫, ৮)
রূপালী (২, ৫॥, ৮৭) - ভবানী (২, ৫, ৮)
বঙ্গবাসী - মাতুনমহল - লক্ষ্মী - রজনী
স্বপ্না - শ্রীলক্ষ্মী - ভারতি (বর্ধমান)
বোম্বে (খড়্গপুর) - বাটা সিনেমা (বাটানগর)
মীরা (বহরমপুর) - কঙ্কার (শিলিগুড়ি)
রূপক (পাটনা)
প্যারাডাইসে (১০-৩০টা) ও প্রভাতে (১১টা) অতিরিক্ত প্রদর্শনী

বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে
রবীন্দ্র সদনে — যাত্রা•
১৯শে এপ্রিল সোমবার ৬॥টা
নাট্যভারতী
থিয়েটিক্যাল মহাপার্টির — ২৪-৩২৪৯
বিনয়-বাদল-দীনেশ
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
হাল অফিস— ৩৮এ ক্লাইভ রো, কলিঃ-১৮
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বুকিং চলিতেছে

কাশী বিশ্বনাথ মুখার্জী
(নবরূপে সুসজ্জিত : ৩৫-৫৫৯৮)
কাল ও বুধ ৬টা • রবি ২॥ ও ৬টা
সমরেশ বসুর
সওদাগর
—ভূমিকালিপি পরবর্তে—

রহস্যে-রোমান্সে-গানে
১৯৭০-এর সেরা হিট ছবি
সাচ্চা-ঝুঠা
(ইস্টম্যানকলার)
শ্রেঃ রাজেশ খান্না (দ্বৈত ভূমিকায়)
মুমতাজ
প্যারামাউণ্ট ২৫, ৫৫, ৮৫

—আজ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য—
তপন সিংহের
আপনজন
পুষ্পা (বেহালা) ২২-৫০, ৩-৪৫, ৬

গ্লেস —আজ থেকে— ২২, ৩, ৬
Sean Connery & Brigite Bardot অভিনীত
আলেকজান্দ্র-সৃষ্টিকারী স্বরাচিত
SHALAKO
(টেকনিকলার)

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সহযোগিতায়
নান্দীকার
আজ মুক্ত অঙ্গনে ৭টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ মুক্ত অঙ্গনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

রঙ্গনা বিবেকানন্দ রোডের সাকুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬
নান্দীকার
কাল ৬ পরশু, ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ লক্ষ লোক
কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে দেখে গেছে
আপনি দেখেছেন? বাচ্চারা দেখেছে?
আজই দেখুন আবার দেখুন
জয় উত্তরা
উত্তরা — পূরবী — উজ্জ্বলা
১২টা, ৩টা-৫৫ — ৩টা, ৫-৪৫ ও ৮-৩০
স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি লইয়া আসিলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক টিকিট দেওয়া হইবে।
মানসী (৫) রূপমহল (৩) শ্রীদুর্গা (২) মগরা (২) সুভাষ ইন্ডাস্ট (২) গ্র্যাণ্ড অনুরাধা - বিচিত্রা - ডায়মণ্ড নিউ লাইট - জ্যোতি

জনপ্রিয়তায় আজও সর্বোচ্চে
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
* দিলীপ • সায়রা • অনিল
আলেয়া ২, ৫, ৮ ইণ্টালী
মোহন (বহরমপুর) - ক্যাপিটল (দার্জিলিং) ন্যাশনাল (কাটোয়া) - শ্রীগৌরাঙ্গ (বেলবা) বলাকা (দেবগ্রাম) - মহামায়া (ধূপগুড়ি) বর্ণালী (মুর্শিদাবাদ) - শ্যামা (চাঁপাডাঙ্গা) রবি (ভুবনেশ্বর) - বসন্ত (কাটিহার)

সার্বজনীন আবেদন প্লুত সার্থক পারিবারিক ছবি--
শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকারিয়া নিবেদিত
জননী
রচনা • পরিচালনা • অজিত গাঙ্গুলী
সুর : শ্যামল মিত্র
শ্রেঃ সুলোচনা, তরুণ, অজয়, কালী, সত্য, লিলি, সুলতা, সমিত ও জয়া
রাধা ০ পূর্ণ ০ পদ্মশ্রী ০ অশোকা
(২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৫) (২, ৪৬, ৭॥) (২, ৪, ৭)
যোগমায়া ॥ মায়া ॥ অলকা ॥ নেত্র ॥ জয়শ্রী ॥ উদয়ন
(২॥, ৪॥, ৬৫) (১২, ৩, ৬) (১॥, ৪॥, ৭॥) (১, ৪, ৭) (২॥, ৪॥, ৭॥) (২॥, ৪॥, ৭॥)

শুক্রবার ২৩শে এপ্রিল
মনোজকুমার আন্তর্জাতিক আবেদ-প্রমোদের এক অকল্পনীয় বর্ণাঢ্যজগতের প্রদেশদ্বার উন্মুক্ত করছে!
প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদ এবং বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের কারিগরী বিস্ময়—এক অতুলনীয় প্রেম-গাথা, যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে!
মনোজ কুমার এর
পূরব পশ্চিম
ভারত কা রহনে বালা হুঁ
ভারত কী বাত সুনাতা হুঁ
সুর : কল্যাণজী আনন্দজী
প্যারাডাইস — জেম — প্রভাত — মেনকা
গণেশ — খান্না — রূপালি
নবভারত — ন্যাশনাল — জয়ন্তী — অশোক — খাতুনমহল — শ্রীকৃষ্ণ — লক্ষ্মী চন্দ্রচূড় — স্বপ্না — লিলুয়া সিনেমা — অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) — জামসেদপুর টকীজ (জামসেদপুর) — করিম টকীজ (জামসেদপুর) — বিহার টকীজ (ঝরিয়া) ধ্রু (ধানবাদ) এবং অন্যান্য। —দামোদর পিকচার্স প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

আজ শুভারম্ভ!
বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ নূতন • প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ অভিনব এবং আবেগ-প্রাবল্যে পরিপূর্ণ ভাব-নিষ্ঠ ছবি!
• যে ছবির অপেক্ষায় আপনিও প্রতীক্ষিত ছিলেন •
হেমা মালিনী • অজয় সাহনী
ওম প্রকাশ • আকর শিশুশিল্পী বিবি আইরীন
আঁসু আউর মুস্কান
প্রযোজনা বি. অনন্তস্বামী পরিচালনা পি. মাধবন সংগীত কল্যাণজী আনন্দজী
সোসাইটি - জেম - দর্পণা - নবীনা প্রথম ৩টি তাপ-নিয়ন্ত্রিত
২॥, ৫॥, ৮॥ ১২॥, ২॥, ৫॥, ৮॥ ২, ৫, ৮ ১২, ৩, ৬
রাজ - নবাটি ন্যাশনাল (খড়দহ) • পিয়ালী (বেহালা) • নিশাত (শালকিয়া) • নবভারত (হাওড়া)
২॥, ৫৫, ৯ ১২॥, ৩॥, ৬॥
নবরূপম • শৈলশ্রী • রাধাশ্রী • নারায়ণী • রমা • প্রফুল্ল • অভিজিৎ (কদমতলা) (মেটিয়াবুরুজ) (রসনর) (আলমবাজার) (বিরাটি) (মাজুর) (ব্যারাকপুর) নারায়ণ (সেহাটি) • শ্রীকৃষ্ণ (বালী) • জয়ন্তী (রিষড়া) • জয়পুরী (ব্যাণ্ডেল) গোধূলি (আসানসোল)

শুক্রবার ২৩ এপ্রিল আসছে
লক্ষ কথার এক কথায় লক্ষ ছবির এক ছবি অযুত লক্ষ মনের ভাব-প্রবাহকে একই সুরে অনুপ্রাণিত করতে...
জেমিনীর
মেহমুদ • রাধা
প্রাণ • নাজীর হুসেন
অরুণা ইরানী
কানাইয়ালাল
শোভা খোটে
ললিতা পাওয়ার
অভিনীত
লাখোঁ মে এক
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা এস. এস. বালন সংগীত পণ্ডিত রামশর্মা গীত আনন্দ বক্সী সংগীত আর. ডি. বর্মন
হিন্দ ও আপনার প্রিয় প্রেক্ষাগৃহসমূহে দেশালী ফিল্মস পরিবেশিত

৩য় জনাকীর্ণ সপ্তাহ! ছবির মতো ছবি!
নীরজের অর্থপূর্ণ গীতি—এস ডি বর্মণের হিট সঙ্গীত
চুড়ি নাহি ইয়ে মেরা দিল হ্যায়, দেখো দেখো টুটে না.....
কেইসে হ্যায় মেরে দিল কু খিলাড়ী.....মেরা সুন্দর চেহরা পিয়াসা.....
দেব আনন্দ
গ্যাম্বলার
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা অমর ভটাচার্য প্রঃ এস. ডি. বর্মণ
অপেরা ঃ কৃষ্ণা ঃ প্রিয়া
(৩, ৬, ৯) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
তসবিরমহল (২॥, ৫॥, ৮॥) সুরশ্রী (১২, ৩, ৬) পারিজাত (১, ৪, ৭) অর্ণা (৩, ৬, ৯) লীলা (বায়রকপুর) - রূপশ্রী (ভাটপাড়া) - মিলনশ্রী (বিষ্ণুপুর) - বিচিত্রা (বর্ধমান) লক্ষ্মী (চিরকুণ্ডা) - শ্রীমহাবীর (ডিগওয়াড়ি) - কল্পনা (গৌহাটী) - ফ্রেন্ডস (ইম্ফল)

২য় সপ্তাহে!
প্রাণমাতানো এমন একটি জীবন-সঙ্গীত চলচ্চিত্রপটে ভাগে আর আসেনি!
রাজেশ খান্না অভিনীত
হৃষিকেশ মুখার্জীর
আনন্দ
ইস্টম্যানকলার
রচনা, পরিচালনা, চিত্রনাট্য হৃষিকেশ মুখার্জী • সংগীত সলিল চৌধুরী
ওরিয়েন্ট ॥ হিন্দ (উভয়ত্র ৩, ৫৭, ৮॥ ; এবার কাল)
পূর্ণশ্রী : প্রিয়া : গণেশ : কালিকা
(২॥, ৫॥, ৮) (মুরে ১২॥টায়) (৩॥, ৬, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮)
ছায়া (৩, ৫॥, ৮) : পার্কশো (৩, ৬, ৯) : চিত্রপুরী : কল্পনা : পিকাডিলী
জয়া : সন্ধ্যা • গণেশ : বেলা ১২টায়—পুজো কা ফুল

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তির উৎস স্থল
—রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, শিলাইদহের কুঠিবাড়ি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তির উৎসস্থল। সে বাড়ি ধ্বংসের খবর বাঙালী তথা ভারতবাসীকে ব্যথিত করবে। তিনি বলেন, যদি শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আমাদের চেতনায় কোন সাড়া না জাগিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যৎকাল আমাদের ক্ষমা করবে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পূর্ব বাংলায় যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলছে, তার অজস্র খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এর ফলে বাংলা দেশের সংস্কৃতি ধ্বংস হতে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কলেজ চূর্ণবিচূর্ণ, বহু অধ্যাপক, শিল্পী সৈন্যবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। কিছুদিন ধরেই বাংলা দেশের নবজাগরণের চেষ্টাকে খর্ব করার জন্য ঢাকাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আজ খবর পেলাম সৈন্যদলের হাতে শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ভাঙনের খবর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ খবরও আছে যে, মুক্তিফৌজ সে বাড়িটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি।

তিনি আরও বলেছেন, ওই ধ্বংস সাধন করবে যে এই বাড়ি পুনর্গঠনের দায়িত্বও সমস্ত ভারতবাসীর—তিনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন। সেকসপিয়রের বাড়ি, গোটের বাড়ি, টলস্টয়ের বাড়ি, গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম যেমন ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, সবত্রে তাদের রক্ষা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির গুরুত্ব অনেক। সে বাড়ি জমিদারের প্রমোদভবন নয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তির উৎসস্থল।

কালনায় সি পি এম কর্মী নিহত

কালনা, ১৫ এপ্রিল—গত মঙ্গলবার কালনায় সি পি এম দলের জনৈক তরুণ কর্মী ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। পরদিন সি পি এম-এর ডাকে শহরে সকাল ছটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বন্ধ পালিত হয়।

—সগৌরবে ২য় সপ্তাহ—
সঞ্জীব • তনুজা
প্রিয়া
জ্যোতি (তাপনিয়ঃ) ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
সূর্য হাউস (বহরমপুর) ভারতী (চাকদহ)
রবিবার হইতে : মায় (খড়িয়ান)

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
১৫-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
৭,৫০০, টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং
B-747362 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার নম্বরে পুরস্কার টিকিট নং
C-622092 D-629276 E-024231
F-019482 G-917940 H-116825
J-089683 K-488113 A-258202
অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরের নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ১০টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

নগদে অথবা সহজকিস্তিতে কিনুন
ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী
২০, এন্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট কলিকাতা-১ ২৩-৭২৯৪ • ২৩-৭২৮৫
২, হীন্দুস্থান এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা-১ ২২-৩০১৬ • ২২-৯৭৬৮
২১/২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ ২৩-২৯৭২
(চৌরঙ্গী রোড ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়)

জাতীয় ফুটবলের তৃতীয় রাউনডে রেলওয়ে

মাদরাজ, ১৫ এপরিল—জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউনডের খেলায় রেলওয়ে প্রথমে ১ গোলে পেছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে দিল্লিকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউনডে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ গোলড কাপ ফুটবল

পাটনা, ১৫ এপরিল—শ্রীকৃষ্ণ গোলড কাপের খেলায় বিহার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোরড ১—০ গোলে আসাম পুলিশকে হারিয়েছে।

ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৬০

ওয়েসট ইনডিজ ৪ উইকেটে ২৭৯

পোরট অফ স্পেন, ১৫ এপরিল—পঞ্চম টেসটের তৃতীয় দিনে চা পানের সময় ওয়েসট ইনডিজ ভারতের ৩৬০ রানের উত্তরে তাদের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৭৯ রান করেছে।

গতকাল ওয়েসট ইনডিজ দিনের শেষে ক্যারু ও কানহাই-এর উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান করেছিল।

আজ কোনো রান যোগ হবার আগে সোলকার সাটন ডোর-এর প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে সোবারসের পরিবর্তে কিলডসমান ফ্রেডারিকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে যান। বেঙ্কটরাঘবন গাভাসকারের সঙ্গে খেলতে আসেন। বেঙ্কটের ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে গাভাসকার অযথা ঝুঁকি নিয়ে কোনো বল মারার চেষ্টা করেন না। ধীরে ধীরে রান উঠতে থাকে। দুজনের সপ্তম উইকেট জুটিতে ৪৯ রান যোগ হবার পর গাভাসকারের গোরাবেঙ্কটের ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে।

লেগ স্পিনার হলফোরড বল করতে এসে তার দ্বিতীয় ওভারে গাভাসকারকে আউট করেন। গাভাসকার হলফোরডের বল ড্রাইভ করতে গেলে বল ব্যাটের কার্ণার লেগে উইকেটকীপার ডেসমনড লুইসের হাতে ক্যাচ যায়।

৩৯০ মিনিটের নির্ভুল ইনিংসে গাভাসকারের ১২৪ রানের মধ্যে ১১টি বাউনডারি হয়। টেসটে গাভাসকারের মোট রান এখন ৫৫৪। উল্লেখ্য, এই সিরিজে এখন পর্যন্ত ব্যারেশাই করেছেন ৬২১।

গাভাসকার আউট হবার সময় বেঙ্কটরাঘবনের নামের পাশে ছিল ২৫ রান, ভারতের ৭ উইকেটে ২৯৬।

কৃষ্ণমূর্তি খেলায় যোগ দিয়ে হলফোরডের বল পুল করে মাঠের বাইরে পাঠালে ভারতের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের ৮ মিনিট আগে ভারতের ৩০৫ রানের মাথায় বেঙ্কটরাঘবন শেফারডের বামপায়ে বল হুক করতে গিয়ে মিডঅনে ক্যারুর হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। ৭টি বাউনডারি সহযোগে ৮ নম্বর ব্যাটসম্যান বেঙ্কটের ৫১ রানের ইনিংস নিঃসন্দেহে এক অমূল্য ইনিংস। প্রসন্ন খেলতে আসেন। মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতিতে ভারতের ৮ উইকেটে ৩৪৪ রান ওঠে।

মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরেই ৩৬০ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

ওয়েসট ইনডিজের ইনিংস

ওয়েসট ইনডিজের ২ উইকেটে ১১৭ রানের মধ্যে দীর্ঘদেহী উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান ডেসমনড লুইস, যিনি উইকেটের পেছনে ভারতের ৪ জন খেলোয়াড়ের ক্যাচ ধরেছেন তিনি ৫৯ রান করেও নট আউট থাকেন। অপ ওপনিং ব্যাটসম্যান ক্যারু ভারতের স্পিনারদের বিরুদ্ধে মোটেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেননি। রোহন কানহাইও রান আউট হন বুদ্ধির ভুলে।

ওয়েসট ইনডিজের অধিনায়ক গারফিলড সোবারস গতকাল ওয়াড়েকারের ক্যাচ ধরার সময় বুকে আঘাত পেয়ে মাঠ ত্যাগ করেছিলেন। ব্যথা নিরোধক ইনজেকশন নিয়ে আজ তিনি ড্রেসিং রুমে বসে থাকেন। সোবারস বলেন, 'আজ সকালে ব্যথায় কাতর হয়ে দুবার আমি হোটেলে পড়ে গিয়েছি।

স্কোর

ভারত—প্রথম ইনিংস

এস গাভাসকার ক লুইস ব হলফোরড	১২৪
এস আবিদ আলী ক ডেভিস ব সোবারস	১০
এ ওয়াড়েকার ক সোবারস ব শেফারড	২৮
ডি সারদেশাই ক লুইস ব হলফোরড	৭৫
জি বিশ্বনাথ ক লুইস ব শেফারড	২২
এম জয়সীমা ক ক্যারু ব ডো	০
ই সোলকার ক ফ্রেডারিকস ব ডো	৩
এস বেঙ্কটরাঘবন ক ক্যারু ব শেফারড	৫১
পি কৃষ্ণমূর্তি ক লুইস ব নরিগা	২০
ই প্রসন্ন ক লরেড ব হলফোরড	১৬
বি বেদী নট আউট	১
অতিরিক্ত	১০
মোট	৩৬০

উইকেট পতন : ১।২৬; ২।৬৮; ৩।১৯০; ৪।২৩৪; ৫।২৩৯; ৬।২৪৭; ৭।২৯৬; ৮।৩৩৫; ৯।৩৫৪;

বোলিং—সোবারস ১৩-৩-৩০-১; ডো ২৯-১-৯৯-২; শেফারড ৩৫-৭-৭৮-৩; ডেভিস ১০-০-২৮-০; নরিগা ১৬-৩-৪৩-১; হলফোরড ২৮.৩-৫-৬৮-৩; ফস্টার ২-০-৪-০;

ওয়েসট ইনডিজ প্রথম ইনিংস

জে ক্যারু ক ওয়াড়েকার ব প্রসন্ন	২৮
ডি লুইস ক কৃষ্ণমূর্তি ব বেদী	৫২
আর কানহাই রান আউট	১৩
সি ডেভিস নট আউট	৪৭
সি লরেড ক বেঙ্কটরাঘবন ব প্রসন্ন	৬
জি সোবারস নট আউট	২১
অতিরিক্ত	৩
(মোট ৪ উইকেটে)	১৯০

উইকেট পতন—১।৫২, ২।৯৪, ৩।১৪২, ৪।১৫৩।

ই আর এ এর ইক্রামুর ও বোমবাই একাদশে ডায়াস একটি বলের দখল নেবার চেষ্টা করছেন। —নিজস্ব-চিত্র

ভারত এশীয় যুব ফুটবলে যোগদানের অনুমতি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপরিল—জাপানে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ভারতীয় দলকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছে। ২৩ এপরিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য ভারতীয় দলের ২০ জন খেলোয়াড় ও ২ জন কর্মকর্তা যাবেন।

এই প্রতিযোগিতায় ভারত 'এ' গ্রুপে বরমা, ফিলিপিন ও নেপালের সঙ্গে আছে। —পি টি আই

শুক্রবারের হকি ট্রায়াল

সিধু দত্তর একাদশ : ওয়েসটারন রেল, বোমবাই (ইসটবেঙ্গল ৩-৪৫)

শুক্রবারের ফুটবল খেলা

পাওয়ার লীগ : পোরট কমিশনারস : বেনিয়াটোলা (সিটি); রেনজারস : বালী প্রতিভা (টাউন); স্পোরটিং ইউনিয়ন : উয়াড়ি এ সি (স্পোরটিং ইউনিয়ন); হাওড়া ইউনিয়ন : রবারট হাডসন (হাওড়া ইউনিয়ন); মহঃ স্পোরটিং : কালীঘাট মিলনী (পুলিশ); ঐক্য সম্মিলনী : মোহনবাগান (কাস্টমস); মিলন সমিতি : ভিকটোরিয়া (কালীঘাট); সুবার্বন : সালকিয়া ফ্রেন্ডস (রাজস্থান); তালতলা : শ্যামবাজার (তালতলা)।

বেটনের কোয়ারটার ফাইনালে

শিখ ইউনিয়ন খেলবে মোহনবাগানের সঙ্গে

স্টাফ রিপোরটার

কেনিয়া শিখ ইউ: ১ : মহঃ স্পোরটিং ০

(সুরজিৎ রিহাল)

কেনিয়া শিখ ইউনিয়ন ১—০ গোলে মহমেডান স্পোরটিংকে হারিয়ে বেটন কাপের কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। কোয়ারটার ফাইনালে তারা কলকাতার লীগ চ্যামপিয়ন ও গোলড কাপ রানারস মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে। ১০ মিনিটে পেনালটি স্ট্রোক থেকে সুরজিৎ রিহাল একমাত্র গোলটি করেন।

গোল একটি হলেও খেলার মধ্যে পেনালটি করনারের ছড়াছড়ি। ১৬টি পেনালটি করনারের মধ্যে ৯টি বিজয়ী দলের বাকি ৭টি মহমেডান স্পোরটিং-এর। কিন্তু কোন দলই পেনালটি করনার কাজে লাগাতে পারেনি।

কেনিয়া শিখ ইউনিয়ন দলে ছয়জন কেনিয়ার অলিমপিক খেলোয়াড় আছেন। তাঁরা হচ্ছেন :—অমরজিৎ, অবতার সিং (বিশ্ব একাদশে নির্বাচিত), সন্তোখ সিং, সুরজিৎ পরসান, রাবিন্দর ও জগজিৎ সিং। তা সত্ত্বেও কি কেনিয়া দলের হকির মান উঁচুতে সকল ক্রীড়ামোদীই এই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু কেনিয়া দলের খেলায় তেমন কিছু দেখলাম না। তাদের পদ্ধতি ছিল 'হিট অ্যানড রান'। বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশ এই পদ্ধতিতে খেলছে। কেনিয়াও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। জোরালো হিট করে তারা খেলেছে। মোটাসোটা দীর্ঘাকৃতি শিখ খেলোয়াড়দের দেখলে মনে হয় তাদের গতিবেগ নেই। কিন্তু লম্বা পায়ে তারা বেশ দৌড়ে খেলেন। তাদের দৌড়ের কাছে মহমেডান খেলোয়াড়রা বহুবার পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু স্টিকের সাহায্যে বল কাটানো বা সময়মত পরিকল্পনা করে খেলার প্রতি তারা তেমন আসক্ত নন। শুধু 'হিট অ্যানড রান' সাদামাটা হকি খেলার ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। পেনালটি করনার মারবার সময় বিশ্বখ্যাত ব্যাক অবতার ছয়টি ক্ষেত্রে স্টিক করেছেন।

মহমেডান প্রথমার্ধে সুবিধে করতে পারেননি। ১০ মিনিটের বধ্যে কেনিয়া ৫টি পেনালটি করনার করনারটি মহমেডান ব্যাক এস গিলবারট গা দিয়ে আটকালে পেনালটি স্ট্রোক থেকে সুরজিৎ রিহাল গোল করেন ১—০।

দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডান পালটা আক্রমণ করে। শেষ মিনিটে তারা গোল শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ হারায়। জি তেওয়ারির পাস কেনিয়া গোলরক্ষক প্যাড দিয়ে আটকিয়ে মাটিতে পড়ে যান। হায়দার আলি ফাঁকা গোল সামনে পেয়ে হিট করতে পারেন না।

কেনিয়া শিখ ইউনিয়ন : অমরজিত সিং; সুরজিৎ পরসান ও অবতার সিং (অধিনায়ক); সন্তোখ সিং, সুরজিৎ রিহাল ও রেশম সিং; কুলদীপ সিং, দাবিন্দর সিং, জগজিৎ সিং, রাবিন্দর সিং ও তারলোচন চানা।

মহমেডান স্পোরটিং : রউফ, ইনসান আলি ও এস গিলবারট; জাকি, সুলেমন ও সাবির; জি তেওয়ারি, এম হাসান, এস তেওয়ারি, ই এলাহি ও হায়দার আলি।

আমপায়ারস : সুনীল ব্যানারজি ও আর এস জেনটল।

ইসটবেঙ্গলের সঙ্গে খেলবে বোমবাই একাদশ

বোমবাই একাদশ ১ : ই আর এ এ ০

(আপিয়া)

খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে আপিয়া একমাত্র গোলে বোমবাই একাদশ কলকাতার লীগ রানারস ইসটারন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়শনকে পরাজিত করে বেটন কাপের কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় বোমবাই একাদশ শক্তিশালী ইসটবেঙ্গলের সঙ্গে খেলবে।

৫৪ মিনিটে বোমবাই একাদশের লেফট আউট আপিয়া যে জয়সূচক গোলটি করেন, তা রেল দলের কাছে দুঃস্বপ্ন। রেল গোলরক্ষক জে দেব আপিয়ার দুর্বল হিটে লাথি মারলে বলটি আপিয়ার স্টিকে লেগে গোলে ঢোকে। এই গোলটির জন্য গোলরক্ষক জে দেবের দোষ বা বোমবাই লেফট আউট আপিয়ার কৃতিত্ব বলতে পারি না। রেল দলের দুর্ভাগ্যই বলা যায়।

বোমবাই একাদশ ও রেল দলের খেলাতে উঁচু মানের হকির পরিচয় মেলেনি। বৃষ্টির জন্য মাঠ নরম থাকায় খেলার গতিবেগ ছিল কম। ঠিক মত হিট করা যাচ্ছিল না। আমপায়ার একবার রেলের বালুকে মাঠ থেকে বার করে দেন।

রেলের সুযোগ নষ্ট

৩৬ মিনিটে রেল দল গোল করে এগিয়ে যেতে পারত। ইক্রামের পাস বালু গোল সামনে ধরতে না পারায় সুযোগ নষ্ট হয়। আবার ৫৬ মিনিটে গোল শোধ হতে পারত। সেবারও বালু সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

বোমবাই একাদশ : সি পেরেরা; মাইকেল সালদানা ও এ ডিক্রুজ; সি ডায়াস, এ ডিক্রুজ ও আবদুল চৌধুরী; এম এলফ্রেড, আই মহিউদ্দীন, জয়, ভারগিস, ইরাসিন চৌধুরী ও আপিয়া।

ই আর এ এ : জে দেব; অশোককুমার ও এস দে; রোটাস সিং, সুদর্শনকুমার ও আর চ্যাটারজি; ওবপ্রকাশ থাপা, ডি কে ঘোষ, ইক্রামুর রহমন, বালু ও এম রায়চৌধুরী।

আমপায়ারস : এস চ্যাটারজি ও এস দত্ত।

পরলোকে তরুণ সাঁতারু জগত আইচ

বাংলার ২০ বছরের সাঁতারু জগতপাতা আইচ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর বুধবার মাঝরাতে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য এবং হেরম্বচন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলেন।

ফ্রিস্টাইল সাঁতারে বাংলায় জগত পাতার নাম সবাই-এর পরিচিত। ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তাঁরই রাজ্য রেকরড এখনও অম্লান। ১৯৪২ সালে শচীন নাগের ১০০ মিটারের রেকরড (১ মিঃ ·২ সেঃ) ভাঙ্গার জন্য জগত পাতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হল না। ১৯৬৮ সালে তিনি মাত্র ৫ সেকেনডের জন্য শচীন নাগের রেকরড ম্লান করতে পারেননি।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাংলা দলে জগৎ মনোনীত হয়ে এসেছেন। শেষবার তিনি অধিনায়ক হন। এছাড়া ১৯৬৬-৬৯ সাল ভারত-সিংহল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিযোগিতা করেছেন। ১৯৬৯ সালে রোটারি ক্লাব জগতকে 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের' পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারেও জগতপাতার দান কম নয়। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে ফ্রি স্টাইল সাঁতারু হিসাবে মনোনীত হন। তিনটি বিষয়েই স্বর্ণপদক পান। এবং এই দু বছরই কলকাতা চ্যামপিয়ন হয়।

১৯৬৭ সালে জাতীয় সাঁতারে প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে জগতপাতা আইচ প্রথম স্বর্ণপদক পান।

বৃহস্পতিবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে জগতপাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ক্রীড়াপরিচালক, বিভিন্ন ক্লাব জগতপাতার শবাধারে মাল্যদান করেন।

এত প্রশংসা নয় কিছু সমালোচনা করুন — চৌ এন লাই

পিকিং, ১৫ এপরিল—চীন সফররত আমেরিকান টেবল টেনিস দলের খেলোয়াড়দের চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এক ভোজসভায় মিলিত হয়ে স্বাগত জানান। আমেরিকান দলের নেতা গ্রাহাম বি স্টেনোভেন চীনের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করলে উত্তরে চৌ এন লাই বলেন, "আমাদের এত প্রশংসা নয় বরঞ্চ কিছু সমালোচনা করুন।" স্টেনোভেন বলেন সমালোচনা করার মতন একটা ব্যাপারই এতক্ষণে পেয়েছি—"আমাদের প্রচণ্ড খাওয়ানো হচ্ছে।" তিনি বলেন, তাঁর দেশের খেলোয়াড়রা এখানে এসে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছে। চৌ বলেন, "আমার মনে হয় দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক আবার গড়ে উঠবে।"

এ পি'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আমেরিকার খেলোয়াড়রা পিকিং থেকে সাংহাই এসেছেন এবং এখানকার শিল্পাঞ্চলগুলি দেখছেন। ১৯৪৯ সালের পর এই সর্বপ্রথম আমেরিকান নাগরিকদের আবার চীনে আসতে দেওয়া হল। আমেরিকান দলের সঙ্গে ৩ জন সাংবাদিকও আছেন। দলটি যখন সাংহাইতে বেড়াচ্ছিল তখন তারা লক্ষ্য করে যে পথে তরুণ তরুণীদের পিঠে একটা স্ক্রুর প্যাক বাঁধা এবং তাদের সঙ্গে মাও সে তুং-এর ছবি আছে। তারা রাজনীতি ও সামরিক শিক্ষা ঘুরে ঘুরে নিচ্ছে। সাংহাইতে স্পোরটস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ ইয়াং সিং ইহা দলটিকে স্বাগত জানান। —ইউ পি ও এ পি

ট্রাফিক কনসটেবল ছুরিকাহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার কাশীপুর ও রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতার এই দুই প্রান্তে দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের সামনে কর্তব্যরত ট্রাফিক কনসটেবল শ্রীভূপেশ ঘোষ ছুরিকাহত হয়েছেন। আততায়ীরা তাঁর রিভলবারটিও ছিনিয়ে নিয়েছে। বারুইপুরে একজন নিহত হয়েছেন। সকালে পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

সকালে নোয়াপাড়ায় নব কংগ্রেস নেতা শ্রীজ্যোতির্ময় দেব পাইপগানের গুলিতে আহত হয়েছেন। তাঁর এক সঙ্গীও বেমার আহত হন। সন্ধ্যায় হাওড়ার বাটরায় একজন যুবক ছুরিকাহত হয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় বাঁসরহাটে একজন শিক্ষক খুন হয়েছেন।

এদিন জোড়াবাগান থানা এলাকায় দুই দলের সংঘর্ষকালে পুলিশ পারটি আক্রান্ত হলে পুলিশ এক রাউনড গুলি চালায়। এনটালিতে এক সংঘর্ষের সময় প্রচণ্ড বোমাবাজির ফলে কয়েকটি দোকানে আগুন লেগে যায়।

অগ্নিসংযোগ লুঠপাটের অভিযোগ

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটা নাগাদ এনটালি অঞ্চলে হিউজেস রোড ও আশপাশে দু দলের সংঘর্ষের সময় চায়ের দোকান ও কাঠগোলা আগুন লাগানো হয়। টালির ছাদের কয়েকটি কাঁচা বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

হাওড়ায় যুবক ছুরিকাহত

এদিন সন্ধ্যায় হাওড়ার বাটরা থানা এলাকায় পঞ্চাননতলা রোডে শ্রীঅচলকুমার দাস (২৫) নামে এক যুবক ছুরিকাহত হয়েছেন। তাঁকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বারুইপুরে এক ব্যক্তি নিহত

২৪ পরগণার বারুইপুরে চাঁনা গ্রামে শ্রীতারাপদ সরদার নিহত হয়েছেন। সকালে একটি পকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধারালো অস্ত্র কুপিয়ে মারা হয়েছে বলে পুলিশের খবর। মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

CLEARANCE SALE

আগামী ৭ই মে পর্যন্ত চলিবে

১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত কম

শাড়ী বিভাগে—বেনারসী, ডেক্রন, বাঙ্গালোর সিল্ক, ধনেখালি, শান্তিপুরী প্রভৃতি শাড়ীর বহু নূতন স্টক SALE এ দেওয়া হইল।

পোষাক বিভাগে—I. C. I টেরিলিন টেরিকটনের শার্ট, বুশশার্ট, প্যান্টের বহু নূতন স্টক SALE এ দেওয়া হইল।

হরলালকা

• ধর্মতলা • চৌরঙ্গী • হ্যারিসন রোড • ভবানীপুর • গড়িয়াহাট • রাসবিহারী • কলেজ স্ট্রীট • YMCA বিল্ডিং (কলেজ স্ট্রীট) • পাঞ্জাব উইভিং এজেন্সী (২ সূর্য সেন স্ট্রীট) • MEENA শোরুম (৮২।২এ, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট)

১৯৭১-৭২ সালের জন্য কলেজ ফর মাইনিং অ্যান্ড মেটালার্জি, লিওবেন, অস্ট্রিয়াতে মিনারেল প্রসপেকশন, এক্সপ্লোরেশন ও মাইনিংতে পোস্টগ্রাজুয়েট অ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য অনির্দিষ্ট সংখ্যক বৃত্তির নিমিত্ত অস্ট্রিয়ান সরকারের প্রস্তাব

১৯৭১-৭২ সালে কলেজ ফর মাইনিং অ্যান্ড মেটালার্জি, লিওবেন, অস্ট্রিয়া-তে মিনারেল প্রসপেকশন, এক্সপ্লোরেশন ও মাইনিং-এর জন্য পোস্টগ্রাজুয়েট অ্যাডভান্সড কোর্সের নিমিত্ত অনির্দিষ্ট সংখ্যক বৃত্তি প্রদানের জন্য ভারতীয় নাগরিক ও সিকিমের প্রজাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

বৃত্তির মেয়াদ : ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বর হইতে শুরু করিয়া আট (৮) মাস। (আশা করা যায় যে, যোগদানকারিগণ ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে লিওবেনে আসিয়া পৌঁছিবেন)।

বয়স : ১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর ৩৫ বৎসরের কম।

যাতায়াত ব্যয় : এই সব বৃত্তিতে ভারত হইতে অস্ট্রিয়া যাতায়াতের রাহাখরচা প্রদানের ব্যবস্থা নাই। অস্ট্রিয়া যাওয়া এবং তথা হইতে আসার রাহাখরচা মনোনীত প্রার্থী/তাঁহার (স্ত্রী/পুরুষ) নিয়োগকর্তা/উদ্যোক্তাগণকেই বহন করিতে হইবে।

বৃত্তির পরিমাণ : ৮ মাস কাল (২ সিমেস্টার) প্রতি মাসে অস্ট্রিয়ান শিলিং ৩০০০ (আনুমানিক ৮৫৭ টাকা) (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রায় ১১৫ ডলার)। ইহা ছাড়াও মনোনীত আবেদনকারিগণ প্রতি সিমেস্টার অর্থাৎ কোর্স চলাকালে দুইবার বই বাবদ ভাতা পাইবেন অস্ট্রিয়ান শিলিং ১০০০ (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৩৮ ডলার) এবং একটি সিঙ্গল পোষাক বাবদ ভাতা পাইবেন অস্ট্রিয়ান শিলিং ২৫০০ (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৯৬ ডলার)।

অস্ট্রিয়ান সরকার কর্তৃক প্রেফারেন্স রেটে চিকিৎসার ব্যবস্থাক্রমে স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমার ব্যবস্থা করা হইবে।

বাসস্থান সমেত আহার বাবদ প্রতি মাসে সাধারণতঃ আনুমানিক অস্ট্রিয়ান শিলিং ২৫০০ (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৯৬ ডলার) ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। এই কোর্সের জন্য টিউশন ফী প্রতি সিমেস্টারে অস্ট্রিয়ান শিলিং ৫০০ (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রায় ১৯ ডলার)। **এই সমস্ত ফী যোগদানকারীকেই দিতে হইবে।**

যোগ্যতার শর্তাবলী : (১) জিওলজী এবং মিনারোলজীর জন্য : প্রার্থীদের জিওলজী ও মিনারোলজীতে অন্ততঃ মাস্টারস ডিগ্রী বা সমতুল যোগ্যতা থাকা চাই; তৎসহ উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জনের পর এই লাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষাদান/ব্যবহারিক/গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বি এসসি লেভেলে প্রথমশ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে

(২) মাইনিং-এর জন্য : প্রার্থীদের প্রথম শ্রেণীর মাইন ম্যানেজারস সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী সহ মাইনিংয়ে প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলারস ডিগ্রী থাকা চাই এবং উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জনের পর এই লাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষাদান/গবেষণা/ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

বিষয় : মিনারেল প্রসপেকশন এক্সপ্লোরেশন এবং মাইনিং।

ভাষা : আবেদনকারীদের ইংরেজী ভাষার উত্তম জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। জার্মান ভাষার কিছু জ্ঞান থাকিলে তাহা বিশেষ সহায়ক হইবে।

দরখাস্ত ফরম ইত্যাদি সরবরাহের শেষ তারিখ ১-৫-১৯৭১ এবং পূরণ-করা দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ—৬-৫-১৯৭১।

নির্ধারিত দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য ডাকটিকিটবিহীন নিজ নাম-ঠিকানা লেখা খাম (২৩ সি এম × ১০ সি এম) সহ লিখুন—মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন অ্যান্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকার, ই এস ১ সেক্সন, শাস্ত্রী ভবন, রুম নং ৫১৪, 'বি' উইং, ৬ষ্ঠ তল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড, নয়া দিল্লি। খামের উপরে, "অস্ট্রিয়ান গবর্নমেন্ট স্কলারশিপ ফর পোস্টগ্রাজুয়েট অ্যাডভান্সড কোর্স ফর মিনারেল প্রসপেকশন, এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড মাইনিং, ১৯৭১-৭২" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

ডিএভিপি ৭১/২০

সাগর-পারের সুখ দুঃখ ইয়াকে দিয়েছে

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকল্‌স
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১ মিডিয়ম-ওয়েভ	২১৪৬৫, ১৫০৯৫ ১১৭৩০ ও ৯৬৪০
১৯০ মীটার	১৫৮০

গলা বাড়িয়ে বলার মত!

ইনক্রিমিন সিরাপ নতুন বিরাট সাইজে

ইনক্রিমিন টনিক

আপনার বাচ্চাকে দেবে সমানে সবল হয়ে বেড়ে ওঠার ফ্রিদে

এখন পুরো এক মাসেরও বেশী ইনক্রিমিন সিরাপ আপনি পাবেন মাত্র ১২টা: ৭৫ পয়সায়। আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন বিরাট সাইজ—৩৭৫ মিঃ লিটারের একটি বোতল আজই কিনুন। এতবড় সুবিধা আপনি আগে আর পাননি।

ইনক্রিমিন এমন এক টনিক—যা ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে বাড়ায়—আর বেশী করে খেলেই হবে—ওদের শরীরের বেশী পুষ্টি। আর তা সম্ভব হয়—ইনক্রিমিনে পরমগুণের এক এ্যামিনো এসিড রয়েছে বলেই, আমাদের খাবারের উপকরণে প্রায়ই যা কম থাকে। এখন বেড়ে ওঠার বছরগুলোয় আপনার বাচ্চাদের ইনক্রিমিন খেতে দিন, আর দেখুন, কেমন সবল আর মজবুত হ'য়ে তারা বেড়ে ওঠে। ইনক্রিমিন ডুপস ছোট শিশুদের জন্য। ইনক্রিমিন সিরাপ বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

(সব দামই করপ্রযুক্ত সমেত)

Lederle পাবেন প্রত্যেক কেমিস্টের কাছে। ইনক্রিমিন তৈরী করেছে লেডরলী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য নাম।

দি লেডরলী ডিভিসন, ব্যাব্যাটিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২৩২/ডি-২, ডাঃ এ্যানি বেসান্ত রোড, বোম্বাই-২৫।

● আমেরিকান সায়ানামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

লিনটাস-INC. 16-95 BG

গোয়েন্দারিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং·কলি·ফোন: ৪৬·৭৪৭৭

গ্রামোফোনের ডিস্‌কে

বিভিন্ন কোম্পানির কিছু নতুন রেকরড সম্প্রতি বেরিয়েছে। **এইচ এম ভি** রেকরডে রয়েছে আধুনিক গান, লোকসংগীত ও নজরুলের গান। তরুণ শিল্পী পিণ্টু ভট্টাচার্য তাঁর নতুন রেকরডে গেয়েছেন নজরুলের গান (শাওন রাতে যদি/জাগো জাগোরে মুসাফির)। দুটি গানই শিল্পী চমৎকার গেয়েছেন। বিশেষ লক্ষণীয় শিল্পীর গলায় দরদ, "শাওন রাতে যদি" সেদিক থেকে খুবই চিত্তাকর্ষক। ললিতা বর চৌধুরী গেয়েছেন লোকসংগীত (মেঘ করি ময়ূর নাচে/আমি সিনান করিয়া)। সুর দিয়েছেন দিনেন্দ্র চৌধুরী। শিল্পীর জনপ্রিয়তা গান দুটিতে আরও বাড়বে মনে হয়। মান্না দে সুর দিয়েছেন অধীর বাগচির গানে (যখন গানের মুখ মনে আসে না/চাঁদ বিনা সারাদিন)। সুর সুখশ্রাব্য বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রীবাগচির গাওয়াও ভাল। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি আধুনিক গান (মানিনীর মান তো গেল না/আমি কবরী আঁখি নিয়ে) শ্রোতাদের নিঃসন্দেহে তুষ্ট করবে। সুর দিয়েছেন অঞ্জন নিয়োগী। এ-ছাড়া মীরা সমাদ্দারের গানও (ভালবেসে করি ভুল/এ বি সি ক খ গ) উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত চৌধুরী এ-দুটি গানের সুরকার।

হিন্দুস্থান রেকরডে প্যারডি গানের জনপ্রিয় শিল্পী দীপেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "যদি বৌ হত"/আমি শ্রীশ্রীনিরোববরণ মান্না। "প্রথম কদম ফুল" ও "বিলম্বিত লয়" ফিলমের দুটি হিট গানের উপভোগ্য প্যারডি। বাজনায় **কোহিনূর রেকরডে** মানস মুখোপাধ্যায়ের কাজ প্রশংসনীয়। তিনি পিয়ানো অ্যাকরডিয়ানে হিন্দী ফিলমের গানের সুর নিখুঁতভাবে বাজিয়েছেন। রেকরডটির কদর হবে। তাছাড়া ইকোটোন রেকরডে সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তোমার ওই অবুঝ/রাতের স্বপন) নিজের সুরে গাওয়া গান এবং **ইপি** রেকরডে রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে দেবকুমার লাহিড়ীর (ঝরানো বকুলের/গুন গুন মৌমাছিরা) গান শোনা যেতে পারে।

—দিকশূন্য অর্ণব

'জননী' চিত্রে তরুণকুমার, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহের নতুন দেশী চিত্র দুখানি। জননী ও আসু অওর মুসকান। প্রথমটি বাংলা, দ্বিতীয়টি হিন্দী ছবি।

রঞ্জিত পিকচারসের **জননী** গতকাল, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে, রাধা-পূর্ণ সহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। স্বরচিত গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়।

স্প্রীন জেমসের **আসু অওর মুসকান** সোসাইটি, জেম, দর্পণা, নবীনা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে আজ, শুক্রবার, থেকে দেখানো হচ্ছে।

বেতার বার্তা

শুক্রবার—১৬ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ প্রণবকুমার কুণ্ডু—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শুভবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা); ৭-৪৫ কৃষ্ণা দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা অতীন রায়—লোকগীতি; ৮-১৫ রেবা চট্টোঃ—পদাবলী কীর্তন; ৮-৩০ রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ অতুলপ্রসাদের গান; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ নুটু মুখোঃ—ঠুংরী; ৯-৪৫ বুলবুল দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা কৃষ্ণদাস ঘোষ—ধ্রুপদ ও ধামার; ১০-৩০ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—বীণা; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, নৈবেদ্য (ভক্তিগীতি); ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা এম আর গৌতম—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—হেমন্ত কাপুর, জগন্ময় মিত্র ও সুধা জরল; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ প্রণব কুণ্ডু—গীটার; ২টা বিচিত্রিতা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী); ২-৪৫ রামকৃষ্ণ ঘোষ—আধুনিক (শর্টওয়েভে); ২-৫০ প্রণবকুমার কুণ্ডু—গীটার; ৩টা বুলবুল দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ বন্দনা সরকার—অতুলপ্রসাদের গান; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, কৃষ্ণদাস ঘোষ—ধ্রুপদ ও ধামার; ৫-৩০ রামকৃষ্ণ ঘোষ—আধুনিক; ৫-৪৫ সুধীন সরকার—ভজন; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুর-মণ্ডলী; ৬-৩০ ছায়া সরকার—লোকগীতি; ৬-৪০ তরঙ্গ; ৭টা পল্লী বৈতানিকগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা); ৮টা স্মরণায়ন : বাংলা নাটক কাহিনী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; ৮-৫০ কৃষ্ণা দত্ত—আধুনিক ও গীত; ৯টা রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা, অতীন রায়—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান—পূর্ণিমা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলোয় : বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে পাঠ; ৬-১০ রাগরঙ্গ : শ্যামল লাহিড়ী—খেয়াল; ৬-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : কৃষ্ণা গুহ—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : সান্ত্বনা ধর—নজরুলগীতি ও আধুনিক, শ্রুতি সেন—গীত, কবিতা অধিকারী—ভজন; ৭টা যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : কৃষ্ণা গুহ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : পূর্ণিমা চট্টোঃ; ৭-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান : করুণা মুখোঃ—আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে : কালিদাসের কালের যুবসমাজ (২) বাংলা কথিকা—মধুশ্রী রায়; ৭-৪০ সুরকল্লোল : কৃষ্ণা ঘোষ—গীটার; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—৯টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ৯-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠোসুর : করুণ মুখোঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : নজরুল ও জীবনানন্দের কবিতা পাঠ—সৌমেন অধিকারী; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : কৃষ্ণা গুহ—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : শ্রুতি সেন—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : কৃষ্ণা গুহ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : কবিতা অধিকারী—অতুলপ্রসাদের গান, সান্ত্বনা ধর—নজরুলগীতি; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-০৫ ক্যালকাটা '৭১' : টালেন্টস ইন টাউন : দিলীপ আব্রাহাম ও রাজেন মুখোঃ (দ্বৈত কণ্ঠে); ৬-২০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : সান্ত্বনা ধর আধুনিক, শ্রুতি সেন—ভজন; ৬-৫০ রাগরঙ্গ : শ্যামল লাহিড়ী—খেয়াল ও ঠুংরী; ৭-১৫ শ্রোতাদের চিঠির উত্তর; ৭-৩০ গানের বৈঠক : পূর্ণিমা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত, সান্ত্বনা ধর—নজরুলগীতি, কবিতা অধিকারী—অতুলপ্রসাদের গান ও ভজন, শ্রুতি সেন—আধুনিক, করুণা মুখোঃ—লোকগীতি; ৮টা রেবা চট্টোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ মনোজ রায়—আধুনিক; ৮-৩০ রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : জ্যোতিরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—বীণা; ১১টা অবসরবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান :— সকাল ৬টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ।

খ : (সন্ধ্যায়)—৬টা বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—সুরশৃঙ্গার; ৬-৩০ নুটু মুখোঃ—ঠুংরী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা মনোজ রায়—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ বন্দনা সরকার—ভজন; ৭-৪৫ সুধীন সরকার—আধুনিক; ৮টা সমাপ্তি।

দিনপঞ্জিকা

আজ পঞ্চমী

কলিকাতা পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ২ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৬ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৯ শফর। পঞ্চমী দিবা ঘঃ ৭।৪২ মিঃ পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৪।৩৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২০।২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৩।১৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পরিঘ-পূর্বার্ধদোষ। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

জনৈ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ২ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৬ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৯ শফর। ষষ্ঠী রাত্রি ঘঃ ৪।২।৪১ সেঃ পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১।২২।৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২০।৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৩।২৩ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগ-দোষ শুভযোগ মাত্র। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
শুক্রবার	২-৩৯	২-৫৭	৭-৫	৭-০

চিত্র-সমালোচনা

আনন্দ

(রূপম চিত্র)

বোম্বাই সিনেমা সম্পর্কে মাঝে মাঝে যাঁরা কিছু আশা জাগিয়ে তোলেন, পরিচালক শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর আগের ছবি "সত্যকাম"-এর বিষয়বস্তু (সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব) নিঃসন্দেহে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, চিন্তা-উদ্দীপক—খুব কম ভারতীয় চিত্র সম্পর্কে যে-কথা বলা যায়। আলোচ্য ছবির বিষয়ও প্রচলিত ধারা-বহির্ভূত। এখানে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্য, অনুমান করা যায়, মৃত্যুপথযাত্রী এক যুবকের মনোভঙ্গীর বিশ্লেষণ।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিচালক অবশ্য ভাবাবেগকে যতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন, ততখানি জীবননিষ্ঠ তাঁকে মনে হয় না। বেদনাকে মানবিক ভাবরসে উত্তরণের একটি প্রয়াস হয়ত দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু সেখানে সরলীকরণের যোগও স্পষ্ট। ফলে যা করুণ তাকে করুণতর করে তোলার আয়োজনই যেন বড় হয়ে উঠেছে। তবুও একটি মর্মস্পর্শী চিত্র হিসাবে এর আবেদন অনস্বীকার্য। এ-ছাড়া **আনন্দ** পরিচ্ছন্ন, রুচিস্নিগ্ধ, সুনির্মিত।

মৃত্যুপথযাত্রী যুবকটি হল আনন্দ (রাজেশ খান্না), বিশেষ এক ধরনের ক্যানসার রোগে যে আক্রান্ত। এই রোগ থেকে সে যে মুক্তি পাবে না, সে-কথা আনন্দ জানে; জানে, ওর পরমায়ুর স্থায়িত্ব এখন অতি সামান্য, হয়ত মাত্র তিন মাস। আনন্দকে দেখানো হয়েছে, সে মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। অবশিষ্ট দিনগুলো সে বাঁচার মত বাঁচতে চায়—পথে পথে নানা জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, স্নেহ-ভালবাসা বিলিয়ে, গান গেয়ে, অপরকে সুখী করে।

মৃত্যু সম্পর্কে আনন্দের দার্শনিক মনোভাব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যাপারটা এমনিতে অস্বাভাবিক। বিশেষত ওই মর্মনিভঙ্গীর আচরণগত দিকটা যেভাবে দেখানো হয়েছে তা বিশ্বাস্য মনে হয় না। কারণে-অকারণে ওর কৌতুকের আতিশয্যে আর অতিরিক্ত বাচালতায় অবশ্য সন্দেহ হয়, আনন্দ কী যেন চাপা দিতে চাইছে। সে কি ওর অন্তরের বিষণ্ণতা? এক-আধবার ওর গানের করুণ সুরে হয়ত তারই প্রকাশ। কিন্তু ওই বিষাদের মূলে জীবন ফুরিয়ে যাবার দুঃখ বোধ হয় তত না, যত ওর একটি অচরিতার্থ প্রণয়ের স্মৃতির বন্ধনা। সেই রকম একটি আভাসই যেন ছবির শেষাংশে দেওয়া হয়েছে। নিজের প্রেম নিষ্ফল বলেই কি আনন্দ তার নবলব্ধ চিকিৎসক-বন্ধুকে (অমিতাভ বাচ্চন) তার প্রেমাস্পদার (সুমিতা সান্যাল) সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল? নিজে জীবনে সুখী হতে পারেনি বলে অন্যদের সুখী দেখবার জন্য তার এত আগ্রহ? রাজকাপুরের ছবির পরদায় পরার্থেনিবেদিতপ্রাণ যে-ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় (প্রসঙ্গত, আলোচ্য চিত্রটি রাজ কাপুরের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে), আনন্দ কতকটা সেই রকম মানুষ। কেমন যেন কল্পনা-উদ্ভূত, রক্তমাংসে গড়া নয়। শেষ দৃশ্যে শ্বাসকষ্টের সময়েও আনন্দ স্বচ্ছন্দে অর্কেস্ট্রেজনের টিউব প্রত্যাখ্যান করেছে।)

আত্মীয়পরিজনহীন আনন্দ স্বল্পকালের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছিল (কেউ হয়েছেন 'মা', কেউ 'ভাই', কেউ 'বোন' কেউ-বা 'বউদি'), ওর জন্য তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-বেদনাকে কেন্দ্র করে ছবির কিছু অংশ গড়ে উঠেছে। এই অংশে পরিচালকের কাজ মোটামুটি বাস্তবধর্মী। পাত্র-পাত্রীর সংলাপও এখানে প্রায়ই স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত—তারই মধ্যে অনুভূত করুণ রসের স্পর্শ। মৃত্যুর অমোঘতার প্রেক্ষিতে মানুষের অসহায় ভাবটি ছবির কোন-কোনও জায়গায় ফুটেছে। যেখানে অপেক্ষা করা ছাড়া কারও কিছু করার নেই। পরিচালক এই দিকটার উপর আরও গুরুত্ব দিতে পারতেন।

ফ্ল্যাশব্যাক-আঙ্গিকে আনন্দের গল্পটি (পরিচালকেরই লেখা) উপস্থাপিত। গল্পের বিন্যাস সুশৃংখল, উপস্থাপনার একটি সহজ গতিময়তার ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে সম্পাদনার কুশলতা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। রঙিন চিত্রটির ফোটোগ্রাফি সুন্দর। আনন্দ-সহ সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য মনে থেকে যায়। আনন্দ রঙ্গপ্রিয়; ছবির কৌতুকাংশও বেশ উপভোগ্য; কৌতুকের সঙ্গে বিষাদের সুর মেলানোর কাজও এক রকম নিপুণ বলা যায়। আনন্দ আবার গায়কও; তাকে দিয়ে, কিন্তু কথায় কথায় গান না গাওয়ালেও চলত। সলিল চৌধুরী-কৃত সংগীত এ-ছবিতে অতিরিক্ত কোনও মাত্রা সংযোজন করেনি, রসসৃষ্টিতে সাহায্যও না। বরং তাঁর চিৎকৃত সংগীত মাঝে মাঝে রসাভাসই ঘটিয়েছে।

স্বভাবতই এ-ছবির অধিকাংশ জুড়ে আছে রাজেশ খান্নার আনন্দ—বাক্‌পটু, সদাহর্ষোচ্ছল, যে মানুষকে ভালবাসার ব্রত সতত বহন করে চলেছে, অসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় চিন্তিত হবার সময় যার নেই। এ-চরিত্রের কল্পনা অনুযায়ী রাজেশ অভিনয় করেছেন। ছবির কুশীলবদের তিনি কাঁদিয়েছেন, দর্শকদের চোখও করে তুলবেন ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসিক্ত। ভোলবার নয় তাঁর ছোট "বাবুমশায়" ডাকটি। যার জবানিতে এই কাহিনী কথিত, সেই ডাক্তার ব্যানারজির ভূমিকায় অমিতাভ বাচ্চনের অভিনয় সংযত, মর্যাদাসম্পন্ন। এমনিতে সাবলীল, তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোথাও অবশ্য কিছু বেশী কাঠিন্য প্রকাশ পেয়েছে, যা পরিহার করা চলত। তাঁর প্রণয়িনী সুমিতা সান্যাল এখানে নিরুত্তাপ, মৃদুভাষী। দর্শকদের মনেও তিনি বিশেষ ছাপ রাখেননি। স্বল্প পরিসরে ভাল লাগে ডাক্তার ব্যানারজির বন্ধুপত্নীর ভূমিকায় সীমাকে। আনন্দের রোগমুক্তির জন্য তাঁর ব্যাকুলতার সঙ্গে দর্শক একাত্মতা অনুভব করবেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'দুর্বার গতি পদ্মা' প্রামাণিক চিত্রে মুক্তিযোদ্ধা-বেশী বিশ্বজিৎ

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রামাণিক চিত্র

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীঋত্বিক ঘটক একটি অরূপদৈর্ঘ্যের (আনুমানিক ২০০০ ফুট) চিত্র নির্মাণ করছেন। ছবিটি প্রযোজনা করছেন ট্রায়ো ফিলমস সংস্থা। গত ১১ এপ্রিল বাংলা দেশের সীমান্তে ছবির শুটিং আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—এই মাসেই কাজ শেষ হবার কথা। ছবির নাম : "দুর্বারগতি পদ্মা।"

বিশ্বজিৎ এই ছবির এক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায়। শ্রীঘটক কলাকুশলীদের নিয়ে প্রতিদিন সীমান্তের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ছবি তুলছেন। এ-ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট নানা জনের কাছে সহযোগিতা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন।

ইতিহাসের একটি পর্ব

গত শুক্রবার কলকাতার কয়েকটি সিনেমায় একটি ঐতিহাসিক সংবাদ-চিত্র দেখানো হয়েছে। "বাংলাদেশ ইন টারময়েল।" ফিল্মস ডিভিশন-নির্মিত ওই চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পর্ব বিধৃত। স্থান : ঢাকা; সময় : ২০-২৫ মারচ। জঙ্গীশাহী পাকিস্তান সরকারের কুচক্রী নায়কদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা, তার ফলাফলের জন্য জনতার প্রতীক্ষা, পূর্ববাংলার অগণিত মুক্তিকামী মানুষের বিক্ষোভে ফেটে পড়া ইত্যাদি ঘটনার প্রামাণিক ছবি একটির পর এক এখানে সন্নিবিষ্ট। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় এর পরিসমাপ্তি।

নটরাজ-অভিনীত 'ফাল্গুনী' গীতিনাটকের একটি দৃশ্য

তখনও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি, তবু দেখা গেল পাকিংপন্থী ভুট্টোর সাহস নেই জনতার সামনে দাঁড়ানোর। সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত ভুট্টো চলেছেন আলোচনা-সভা থেকে ইনটার-কনটিনেনটাল হোটেলে। ক্যানডিড ক্যামেরায় তাঁর সন্ত্রস্ত মুখচ্ছবিটি ঠিক ঠিক তোলা হয়ে গিয়েছে; তাঁর পদক্ষেপ তখন ক্ষিপ্র।

আর দেখা গেল শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা। তাঁর জনসভায় তিল ধারণের স্থানটুকুও যেন নেই। তাঁর সাদা মোটরগাড়ি দেখামাত্র চারিদিক থেকে কিশোর-যুবক-প্রৌঢ়ের ছুটে যাওয়া। সকলেই রয়েছেন তাঁর নির্দেশের প্রতীক্ষায়। একটি জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দর্পোদ্ধত সামরিক শক্তির সঙ্গে মোকাবিলায় তাঁদের মরণপণ সাহসের, সংগ্রামী চেতনার প্রমাণ দিতে তাঁরা প্রস্তুত।

প্রায় হাজার ফুটের এই ছবির প্রতি দৃশ্য, প্রতি ফ্রেম মূল্যবান। কারণ, এখানে ইতিহাসের একটি পর্ব ক্যামেরায় লিখিত। সেই লেখা যারা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তন্মুহূর্তে ওই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যেও হয়েছেন উৎক্ষিপ্ত। তাঁরা বিক্ষুব্ধ বাংলা দেশ দেখেছেন, সেখানকার নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেছেন, আর সেই সঙ্গে পেয়েছেন বারুদের গন্ধও।

নটরাজের "ফাল্গুনী"

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'তে যে ভাবের কথা আছে তাকে রসযুক্ত করে সংগীত। **নটরাজ** সংস্থা ভুল করেনি, গীতিনাট্যকে তাঁরা প্রধানত গীতিনাট্যেরই আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন (রবীন্দ্র-সদনে গত ১৩ এপ্রিল ওই নাটের অভিনয় অনুষ্ঠিত)। এটা বললাম এই কারণে যে, অধুনা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যকে পুরোপুরি নৃত্যনাট্য বানিয়ে ফেলার চেষ্টা প্রায়শ দেখা যায়, যার ফল কদাচিৎ হয় সুখপ্রদ।

পৃথিবীর তথা প্রকৃতির যেমন বার্ধক্য নেই, সে বারে বারে পুরনো সাজ ফেলে দিয়ে নতুন হয়, যৌবনও তেমনই ব্যাপক অর্থে অক্ষয়, দুর্বার। প্রকৃতির বসন্ত উৎসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যৌবনের নূতন অভিষেক। 'ফাল্গুনী'র ছেলের দল তারই উন্মাদনায় অস্থির; ওরা ভয় মানে না, বিধি-নিষেধও না।

নটরাজের যুবক দল (অমিত মিত্র, তপন মল্লিক, সুবীর মিত্র, সৌমেন বানারজি, প্রিয়ব্রত রায়, আশিস মুখারজি, জয়ন্ত ঘোষ প্রভৃতি) মানব-প্রকৃতির ওই প্রতীকচরিত্রে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। ওদের প্রাণবন্ত ভাবভঙ্গী, কৌতুক-স্নিগ্ধ সংলাপ আর বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত গান ও নাচ নাটকের বক্তব্যকে গুরুভার হয়ে উঠতে দেয়নি। সহজ সুরের গানগুলি তাঁরা অনায়াস-ভঙ্গীতে গেয়েছেন চমৎকার। সর্দার (প্রসূন চৌধুরী) আর চন্দ্রহাসের (চন্দ্রাদর ঘোষ) সংলাপে ভাবের নাট্যক্রিয়া। তার গতিকে স্বচ্ছন্দ করে দিয়েছেন 'দাদা' (দীপ সেন)। সেই দাদা, যিনি নিজে প্রাণের আনন্দকে অনাবশ্যক বোধ করেন, শিক্ষামূলক চৌপদী রচনা করে পাঁচজনকে শোনানো যাঁর কাজ। মজা এই, যুবক দলকে আনন্দে নিরুৎসাহ করতে এসে ওদের আনন্দের মাত্রাই তিনি বার বার বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দর্শকদেরও। দীপ সেনের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য।

অংশ বিশেষে এই প্রযোজনায় নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে নেপথ্যে সংগীত, তারই ভাবানুসারী নৃত্য মঞ্চে। নৃত্যাংশ সুচ্ছন্দ নিয়ন্ত্রিত। নৃত্যাশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন : শিবশঙ্করণ, জনজিৎ রায়, মঞ্জুশ্রী মিত্র, সেবন্তী মজুমদার, কৃষ্ণা সেন নারাগস, রহিম, প্রীতি সমর দিবাকর, বিপাশা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়তী গুপ্ত, নন্দিনী দে, শমীক ঘোষ, শুভাশিস মিত্র প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে শিবশঙ্করণ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে পাকা নাচিয়ে। নৃত্যবিদ্যায় তাঁর দক্ষতার প্রকাশ আবার এখানে রসের দিক দিয়ে কিছু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পরিশীলিত মুদ্রা অন্যদের সহজ ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি।

একক গানগুলি গেয়েছেন জনজিৎ রায়, প্রমিতা রায়, দীপ সেন অমিত মিত্র, বিশ্বজিৎ রায়। শেষোক্ত শিল্পী হয়েছিলেন নাটকের বাউল। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্বও তিনি বহন করেন।

প্রযোজনায় যত্নের ছাপ স্পষ্ট। প্রতীকী নাটকে মঞ্চ সজ্জার আড়ম্বর না হলেও হয়ত চলত, তবু বলব 'ফাল্গুনী'তে ফুলের সমারোহ দেখতে ভালই লাগে। ভাল লেগেছে শেষ দৃশ্যে নবীন প্রাণের বসন্তে আবির ছড়ানো দেখতেও।

—নাট্য সমালোচক

অপর্ণা

সরকার প্রোডাকশনসের **অপর্ণা** এখন তার শেষ পর্যায়ে। আর দুই-একদিনের কাজ বাকি, সেই কাজ শেষ হলে ছবির শুটিংও সম্পূর্ণ হবে। জরাসন্ধের "লৌহকপাট" উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড অবলম্বনে "অপর্ণা" চিত্রটি পরিচালনা করছেন শ্রীসলিল সেন। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পী : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে।

"মোহন ২৩৩" আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহারে মজবুত • গঠনে সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

শঙ্করের নূতন উপন্যাস
সীমাবদ্ধ
চার সপ্তাহের মধ্যেই তিন মুদ্রণ নিঃশেষিত
চতুর্থ পরিমার্জিত মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল
বাংলার রুচিসম্পন্ন পাঠকপাঠিকারা এই দুঃসাহসী উপন্যাসটিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই দুর্দিনেও চার সপ্তাহে তিন মুদ্রণ বিক্রয় বাঙালী পাঠকের বিদগ্ধ মনেরই পরিচায়ক। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'সীমাবদ্ধ' একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।
॥ ছ টাকা ॥
মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, ফোন : ৩৪-৩৪৯২
(সি ২১০৬)

বিবরণ আগামী কাল···
এমন একটি জিনিষ যার দ্বারা...
IS-FEIT-2/71

সীমেন্সের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা
চিরস্থায়ী
উপযোগিতা
সীমেন্স মোটর
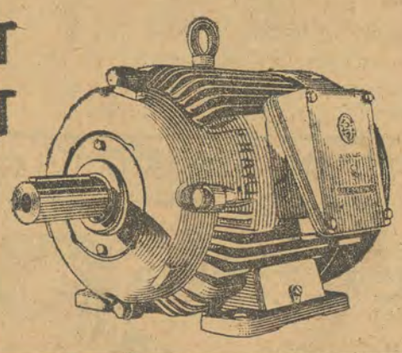
চিরস্থায়ী উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য কি? যে-কোন কোম্পানির সুখ্যাতি নির্ভর করে তার উৎপাদনের উৎকর্ষের ওপর। সীমেন্সে এই সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপায়িত করা হয়। এই হচ্ছে আমাদের উৎপাদনগুলির চিরস্থায়ী উপযোগিতার গোপন কথা।
আমাদের মোটরগুলি বিবেচনা ক'রে দেখুন। মোটরগুলির অংশ সমূহ সঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা নিখুঁতভাবে তৈরী করা হয়। অতি অল্প সংখ্যক কোম্পানিই বেয়ারিং ও তাদের পরিধিরও